Peace The Advice of Luqmaan

O MY SON

কুরআনে বর্ণিত
লোকমান এর উপদেশ
হে আমার সন্তান

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

কুরআনে বর্ণিত
লোকমান এর উপদেশ
হে আমার সন্তান!

অনুবাদক

মো: আব্দুল আলীম

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
পপুলেশন সায়েন্সেস)

সম্পাদনা

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

ও

শাইখ আবদুর রহমান বিন মোবারক আলী
আরবী প্রভাষক, হাজী মোঃ ইউসুফ মেমোরিয়াল
দারুল হাদীস মাদ্রাসা, সুরিটোলা, ঢাকা

Peace Publication

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুরআনে বর্ণিত
লোকমান -এর উপদেশ
হে আমার সন্তান!

প্রকাশক
মো : রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭; ০২-৯৫৭১০৯২

দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি – ২০১৫ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা।

www.peacepublication.com
peacerafiq56@yahoo.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا بَعْدُ.

মহান আল্লাহর বান্দা লোকমান -এর জীবনী ও তার প্রিয় সন্তানের প্রতি উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া জানাই।

লোকমান যদিও নবী বা রাসূল ছিলেন না তথাপি তাকে নিয়ে কুরআন, হাদীস ও সিরাতের বহু স্থানে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি একজন নেককার বান্দা ও মহাজ্ঞানী ছিলেন।

আমাদের সমাজের লোকজন লোকমান হেকিম বলে তাকে গাছ-গাছালী থেকে ঔষধ তৈরিকারক হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। অথচ এভাবে বলার মাধ্যমে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার একটা অপকৌশল মাত্র। তিনি মূলত গাছ গাছালীর ঔষধ তৈরিকারক হেকিম ছিলেন না; বরং জ্ঞানী বান্দা ছিলেন। লোকমান যে সকল অসিয়ত ও নসিহত করেছেন তার প্রিয় ছেলের উদ্দেশ্যে তা যদি আমরা ভালোভাবে জানতাম তাহলে, আমাদের ছেলে মেয়েদের সেভাবে গড়ে তুলে সমাজের একজন আদর্শ স্থপতি বানাতে পারতাম।

এ বিষয়টিকে মাথায় নিয়ে লোকমান -এর পরিচয়, তাঁর জীবনী এবং মহামূল্যবান নসিহত সম্বলিত গ্রন্থটি

King Fahd national Library cataloging -in publication থেকে সংকলন করা হয়েছে।

অসাধারণ এ গ্রন্থটি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ এবং সর্বোপরি সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জ্ঞানের চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করি। আল্লাহ আমাদের এ শ্রমকে কবুল করুন। আমীন॥

www.pathagar.com

সূচিপত্র

◈ লোকমান ৯
◈ জন্ম ও বংশ পরিচয় ৯
◈ লোকমান -এর শারীরিক গড়ন..............................১০
◈ লোকমান -এর বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি ১১
◈ লোকমান কী নবী ছিলেন? ১১
◈ কেন লোকমানকে হাকিম বলা হয়............................১২
◈ সন্তানের প্রতি লোকমান হাকীমের উপদেশাবলি.....................১৬
◈ লোকমান -এর উপদেশ থেকে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় : ২৪
◈ সন্তানকে দেয়া লোকমান -এর ৪০টি উপদেশ ২৬
◈ লোকমান -এর উপদেশ ২৮

অধ্যায়-১

◈ শিরক : মহা অবিচার ৩০
◈ শিরকের ব্যাপারে কেন সতর্ক থাকতে হবে?.........................৩৫
◈ যে কারণে শিরক বড় গুনাহ..................................৩৬
◈ আল্লাহর প্রভুত্বের সাথে শিরক ৩৯
◈ শিরক দুভাবে হয়ে থাকে ৩৯

www.pathagar.com

অধ্যায়–২

◈ পিতা-মাতার প্রতি অনুগত হওয়া ৪৬

অধ্যায়–৩

◈ নামায ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা ৫৩
◈ সৎ কর্ম করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকা ৫৫
◈ ধৈর্যশীল হওয়া ৫৯
◈ আল্লাহর নিষেধকৃত বস্তু থেকে বিরতকালে ধৈর্যশীল হওয়া ৬১

অধ্যায়–৪

◈ অহংকার এবং ভদ্রতা ৬৩
◈ নিজেকে অহংকার ও অহমিকা থেকে মুক্ত রাখা ৬৩
◈ তুমি কী বিনয়ী? ৭০
◈ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ভদ্রতা প্রদর্শন ৭২
◈ মাতা-পিতার সাথে বিনয়ী হওয়া ৭৪
◈ নম্রতার ফলাফল ৭৬
◈ মোদ্দাকথা ৭৭

পঞ্চম অধ্যায়

◈ হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখিত লোকমান -এর আরো কিছু উপদেশ ৭৯

www.pathagar.com

লোকমান

লোকমান হাকীম দাউদ (আ.)-এর সমসাময়িক একজন অত্যন্ত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর নাম উল্লেখ করে তার কতিপয় উপদেশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। নবী না হলেও কুরআনে তাঁর নাম গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী বা রাসূল না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কথাবার্তা ও আচরণে নবীসুলভ বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও সততা প্রতিফলিত হতো। এজন্য তিনি লোকমান হাকীম নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। জাহিলী যুগের কবিগণ, যেমন–ইমরাউল কায়েস, লবীদ, আ'শা, তারাফাহ প্রমুখ তাদের কবিতায় তার কথা উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন আরবের কোনো কোনো শিক্ষিত লোকের কাছে "সহীফা লোকমান " নামে তার জ্ঞানগর্ভ উক্তির একটি সংকলন পাওয়া যেত।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

লোকমান এর বংশ তালিকা- "লোকমান ইবনে আদ ইবনে মুলতান ইবনে সিকসাক ইবনে ওয়াইল ইবনে হি'ময়ার"। অন্য বর্ণনা মতে তিনি হলেন লুকমান বিন ইয়াউর বিন উখতে আইয়ুব।

তাঁর জন্মস্থান এবং বাসভূমি সম্পর্কেও অনেকগুলো মতামত পাওয়া যায়-

১. ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)-এর বর্ণনা : জানা যায়, তিনি নওবা নামক এক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি শামের (বর্তমান থাইল্যান্ড) অধিবাসী এক ধনবান ব্যক্তির অধীনে গোলামির জীবন শুরু করেন। তাঁর মধ্যে অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তাঁর মনিব তাঁকে মুক্ত করে দেয়। তারপর তিনি গোলামির জীবন থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে অফুরন্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং হেকমত লাভ করেন।

শামদেশে তিনি তাঁর সেই শিক্ষা-দীক্ষা এবং হেকমতের অসংখ্য নজির স্থাপন করেন। সেখান থেকে ফিলিস্তিন যান এবং সেখানেই কিছুকাল পর মৃত্যুবরণ করেন ও সমাহিত হন।

২. অন্য আরেক বর্ণনা মতে : লোকমান গোলামী জীবনের পূর্বে মেষ রাখাল ছিলেন বলে জানা যায়। সে সময় তাঁর সমবয়সী আর এক রাখালও তাঁর সাথে মেষ চরাত। তাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

পরবর্তীকালে যখন লোকমান একজন হাকীম অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তখন তাঁর সে বাল্য বন্ধুটি একদিন তাকে একটি

www.pathagar.com

বিরাট জনসমাবেশে ওয়াজ নসিহত করতে দেখতে পান। সে সমাবেশ শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কি সে ব্যক্তি নও, যার সাথে আমি মাঠে মেষ চরাতাম? লোকমান বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমাকে ঠিকই চিনেছ। আমি বাল্যকালে মেষ চরাতাম। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এই মর্যাদা কীভাবে অর্জন করলে? তিনি বললেন, আমি চারটি স্বভাব দ্বারা এই মর্যাদা লাভ করেছি। যেমন-

ক. কখনো হারাম সম্পদ উপার্জন করি নি।

খ. কখনো মিথ্যা কথা বলি নি।

গ. কখনো আমানতের খেয়ানত করি নি।

ঘ. কখনো সময়ের অপচয় করি নি।

৩. লোকমান এর পিতা-মাতার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে একটি অনির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি ইয়াউর নামে জনৈক ব্যক্তির পুত্র ছিলেন।

৪. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, মুজাহিদ, ইকরামাহ ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, লোকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম।

৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তিনি ছিলেন নূবার অধিবাসী।

৬. সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের উক্তি হচ্ছে, তিনি মিসরের হাবশী লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[১]

লোকমান এর শারীরিক গড়ন

অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায়, লোকমান ছিলেন হাবশি সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর গায়ের বর্ণ কালো, ঠোঁট স্থূল ও দৈহিক গড়ন মোটাসোটা ছিল, পা দুটি খুব বেশি ভারি ছিল।

তাফসীরকারক মুজাহিদ এবং উমর ইবনে কায়েস বলেন, তাঁর ঠোঁট দুটো ছিল পুরু এবং পা দুটো ফাটা। এক বর্ণনায় আছে, তিনি ছিলেন চ্যাপ্টা পা বিশিষ্ট।[২]

---

[১] রওদুল আনাফ, ১ম খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা এবং মাসউদী, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা

[২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪

www.pathagar.com

আবু দারদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকমান এর উল্লেখযোগ্য পরিবার পরিজন ছিল না। আর তার না কোন ছিল ধন-সম্পদ, না ছিল কোনো বংশ মর্যাদা। তবে তিনি সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন নীরবতা অবলম্বনকারী ও পর্যবেক্ষণকারী।

লোকমান এর বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি

এ সম্পর্কে ইবনে কাছীর তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বলেন, তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর একাধিক সন্তানও হয়েছিল। এদের মৃত্যুতে তিনি কাঁদেন নি। তিনি রাজা-বাদশাহদের দরবারে যেতেন এবং তাদের অবস্থা দেখে চিন্তা-ভাবনা করতেন।

লোকমান কী নবী ছিলেন?

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে লোকমান হাকিমের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমি লোকমানকে হেকমত তথা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দিয়েছিলাম।' অবশ্য কুরআনে তাঁর কথা উল্লেখ থাকলেও তিনি কোনো নবী বা রাসূল ছিলেন না। তবে কোনো নবী বা রাসূল না হলেও তাঁর স্বভাব চরিত্র, চালচলন, আচার ব্যবহার একজন নবী বা রাসূলের মতোই বিচক্ষণতায় পরিপূর্ণ ছিল।

তাফসীরে মুজাহিদ প্রণেতা বলেন, লোকমানকে হিকমত দান করা হয়েছে; তবে তিনি নবী নন। কেননা, হিকমত বলা হয়-

اَلْحِكْمَةُ يَعْنِيْ: اَلْفِقْهُ وَالْعَقْلُ وَالْاِصَابَةُ فِيْ الْقَوْلِ فِيْ غَيْرِ نُبُوَّةٍ.

অর্থ : "হিকমত হলো- বুঝ শক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি, কথার যুক্তি ইত্যাদি, তবে এর দ্বারা নবুয়ত বুঝাবে না।"[৩]

তাফসীরে তাবারী প্রণেতা বলেন-

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ اٰخِرُوْنَ: كَانَ نَبِيًّا.

অর্থ : "সুফিয়ান, আবু নাজিহ, মুজাহিদসহ আরো অনেকে বলেন, লোকমান নবী ছিলেন।"[৪]

---

[৩] তাফসীরে মুজাহিদ, সূরা লোকমান, আয়াত-১২

[৪] তাফসীরে তাবারী, সূরা লোকমান, আয়াত-১২

www.pathagar.com

কেন লোকমানকে হাকিম বলা হয়

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রসূত ও জ্ঞানদীপ্ত কথা ও কর্মকাণ্ডকে হিকমত বলা হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি হিকমত জানেন তাকে হাকিম বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে লোকমানের যে সব হিকমত বর্ণিত হয়েছে, তার কিছু কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ক. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হিকমতের বাণী-

নিজ পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশ :

১. হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না। আল্লাহর সাথে শরীক করা সবচেয়ে বড় জুলুম। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৩)

২. হে প্রিয় বৎস! (পাপ পূণ্য) যদি একটি তিলের মতো ক্ষুদ্র আকার ধারণ করো, অতঃপর কোনো পাথরের অভ্যন্তরে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে আত্মগোপন করে, তবুও আল্লাহ সেখান থেকে তা বের করবেন। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৬)

৩. হে প্রিয় বৎস! তুমি নামায কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং এ পথে যে বিপদ আপদের সম্মুখীন হও, তাতে ধৈর্য ধারণ কর। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৭)

৪. মানুষের সাথে আচরণের সময় মুখ বিকৃত কর না এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে চলাফেরা কর না। ধীরস্থিরভাবে চলাফেরা কর এবং উচু কণ্ঠে কথা বল না। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৮)

খ. লোকমান হাকিমের কিছু ঘটনা

১. লোকমান যখন গোলামীর জীবন যাপন করতেন, তখন একই মুনিবের অধীনে তার সাথে আরো একটি গোলাম কর্মরত ছিল। একবার সে গোলামটি মনিবের কিছু খাদ্যদ্রব্য চুরি করে খেয়ে ফেলে। মনিব উভয়কে দোষারোপ করেন; এতে লোকমান হাকিম ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কীভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন, তা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অতঃপর মুনিবকে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি আমাদের দু'জনকে গরম পানি খাইয়ে দিন। এতে উভয়ের বমি হবে এবং যে প্রকৃত চোর, তার পেট থেকে বমির সাথে ভক্ষিত জিনিসের অংশ বেরিয়ে আসবে। মনিব তার পরামর্শ মতো কাজ করলেন এবং লোকমান নির্দোষ সাব্যস্ত হলেন।

www.pathagar.com

* এ ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোনো মিথ্যা অপবাদ মাথায় নিয়ে কারো চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়। তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিবাদ করা উচিত এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত।

২. একবার লোকমানের মনিব তার বন্ধুর সাথে পাশা খেলে হেরে যায়। খেলার যে বাজী পূর্বাহ্নে নির্ধারিত হয়েছিল, সে অনুসারে হয় তাকে তার সমস্ত সম্পদ বিজয়ী বন্ধুকে দিতে হবে, নতুবা পার্শ্ববর্তী নদীর সমস্ত পানি তাকে খেয়ে ফেলতে হবে। খেলায় হেরে যাবার পর বন্ধুটি তার মনিবকে এই দুটি শর্তের একটি অবিলম্বে পালন করার জন্য চাপ দিতে লাগল। মনিব অতি কষ্টে তার বন্ধুর কাছ থেকে একদিন সময় নিয়ে বাড়িতে চলে এল এবং লোকমানকে সমস্ত বিষয় খুলে বলল। লোকমান একটু চিন্তা করেই তাকে বললেন, আপনি আপনার বন্ধুকে এক কানাকড়িও প্রদান করবেন না; বরং নদীর পানি খেয়ে ফেলার শর্তটাই পালন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। তবে তাকে বলবেন, প্রথমে সে যেন নদীর দু'পাশে বাধ দিয়ে দেয়। তা না হলে এক দিক দিয়ে পানি খেয়ে ফেললে অন্যদিক থেকে নদীতে আরো পানি ঢুকে পড়বে। লোকমানের শিখানো এ বুদ্ধিতে তার মুনিব বিপদ থেকে রক্ষা পেল এবং তার বন্ধু অবৈধভাবে বন্ধুর অর্থ আত্মসাতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। এতে খুশী হয়ে মনিব তাকে মুক্তি দিলেন।

* এ ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষকে অন্যের জুলুম ও শোষণ থেকে বাঁচানোর জন্য যেখানে শক্তি প্রয়োগের পথ বন্ধ, সেখানে কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

৩. আর একদিন লোকমান হাকীমের মনিব তাঁকে আদেশ দিল যে, আমার জন্য একটি বকরি যবাই করে তার দেহের সর্বোত্তম অংশ রান্না করে নিয়ে এসো। লোকমান বকরির হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বা রান্না করে আনলেন। পরদিন মনিব আবার নির্দেশ দিলেন বকরির সবচেয়ে নিকৃষ্ট অংশ রান্না করতে। লোকমান আবারো হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বা রান্না করে খাওয়ালেন। মনিব জিজ্ঞাসা করল, কি হে লোকমান! আজও দেখি তুমি একই অঙ্গ রান্না করে এনেছ। একই অঙ্গ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে নিকৃষ্ট কীভাবে হয়? লোকমান

www.pathagar.com

বললেন, যে কোনো জীবের জিহ্বা ও হৃৎপিণ্ড তার প্রধান অঙ্গ। এই দুটি যখন ভালো থাকে, তখন সেও হয় উৎকৃষ্ট জীব। আর এ দুটি যখন খারাপ হয়, তখন সে হয় নিকৃষ্ট জীব।

* এই ঘটনা থেকে প্রকারান্তরে লোকমান শিক্ষা দিলেন যে, মানুষের বেলায়ও এই একই কথা প্রযোজ্য। সে যদি তার হৃদয় দিয়ে সৎ চিন্তা করে এবং জিহ্বা দিয়ে সৎ কথা বলে, পবিত্র জিনিস পানাহার করে, তবে সে সর্বোত্তম প্রাণীতে পরিণত হতে পারে। নতুবা নিকৃষ্টতম প্রাণীতে পরিণত হবে। বলা বাহুল্য, তার এ হিকমতটি হাদীস ও কুরআনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. আর একদিন লোকমানের মনিব তাকে নির্দেশ দিল, তার জমিনে তিল বপন করতে। লোকমান চালাকী করে তিলের পরিবর্তে সরিষা বপন করলেন। পরে যখন ফসল জন্মাল, তখন মনিব বলল, আমি তো তোমাকে তিল বপন করতে বলেছিলাম, তুমি সরিষা বপন করলে কেন? লোকমান বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম সরিষা বুনলেই তিল হবে। মনিব বললেন তা কি করে হয়? তখন লোকমান বললেন- আপনি যখন সব সময় পাপ কাজ করে উত্তম ফল জান্নাত পাওয়ার আশা করেন, তখন সরিষা বুনে আমি তিল পাওয়ার আশা করলে দোষ কী? এ কথা শুনে মনিব চমকে উঠল এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করল।

৫. আর একবার লোকমান হাকীম একটি জাহাজে আরোহণ করে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলেন। জাহাজে একজন সওদাগর ও তার সাথে একটি বালক ভৃত্য ছিল। জাহাজ সমুদ্রের মাঝখানে গেলে তার উত্তাল তরঙ্গমালা দেখে বালকটি বিকট চিৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। সে জীবনে আগে কখনো সমুদ্র দেখেনি। তাই সমুদ্রের মাঝখানে এসে সে ভয়ে কাঁদতে লাগল। সওদাগর অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন; কিন্তু কোনোই লাভ হলো না। এ অবস্থা দেখে লোকমান হাকিম সওদাগরের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে বললেন, আপনি বোধ হয় বালকটির কান্নাকাটি থামাতে ব্যর্থ হয়েছেন। যদি কিছু মনে না করেন, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি? সওদাগর সানন্দে রাজি হলো। লোকমান বালকটিকে নিয়ে জাহাজের এক প্রান্তে চলে এলেন। তারপর তার কোমরে একটি রশি

www.pathagar.com

দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন। অতঃপর তাকে সাগরের পানির মধ্যে ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ রশি ধরে টেনে নিয়ে চললেন। বালকটি পানিতে পড়বার সময় গগণবিদারী একটা চিৎকার দিল। কিন্তু তারপরই নীরবে হাবুডুবু খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর লোকমান তাকে টেনে তুললেন এবং সওদাগরের কাছে রেখে এলেন। এবার সে আর কান্নাকাটি করল না। শান্ত হয়ে বসে থাকল। সওদাগর বিস্মিত হয়ে লোকমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ অসম্ভবকে আপনি কীভাবে সম্ভব করলেন? লোকমান বললেন, ব্যাপারটা কঠিন কিছু ছিল না। বালকটি সমুদ্র কখনো দেখেনি। তাই সমুদ্রের ভয়াল চেহারা দর্শনই তাকে ভয়ে দিশেহারা করে তুলে ছিল। কিন্তু যখন সে দেখল, সমুদ্রের পানিতে পড়ে যাওয়া বা ডুবে যাওয়া আরো ভয়াবহ ব্যাপার। তখন তার কাছে জাহাজে বসে সমুদ্র দেখা অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক কাজ বলে মনে হতে লাগল। এ জন্যই সে এখন শান্ত আমি বিষয়টা প্রথমেই বুঝে নিয়ে এই কৌশল প্রয়োগ করেছি।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, বিপদ দেখেই অস্থির হয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিষয়টা গভীরভাবে মনে রাখতে হবে যে, যে বিপদ এখন সামনে এসেছে ভবিষ্যতে তার চেয়েও বড় বিপদ আসা বিচিত্র কিছু নয়।

www.pathagar.com

সন্তানের প্রতি লোকমান হাকীমের উপদেশ

প্রথমে লোকমান তাঁর ছেলেকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তা আলোচনা করা হলো। কারণ, লোকমান তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা এতই সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত বান্দার জন্য তিলাওয়াতের উপযোগী করে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল বান্দার জন্য তা আদর্শ করে রেখেছেন।

লোকমান তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দেন তা নিম্নরূপ-

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ.

অর্থ : "(আর স্মরণ কর) যখন লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৩)

এ উপদেশগুলো ছিল অত্যন্ত উপকারী, যে কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে লোকমান হাকিমের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেন।

প্রথম উপদেশ : তিনি তার ছেলেকে বলেন-

يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ : "হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক কর না, নিশ্চয় শিরক হলো বড় যুলুম।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৩)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, প্রথমে তিনি তাঁর ছেলেকে শিরক হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। একজন মানব শিশুকে অবশ্যই জীবনের শুরু থেকেই আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ, তাওহীদই হলো যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার একমাত্র মাপকাঠি। তাই তিনি তাঁর ছেলেকে প্রথমেই বলেন, আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করা থেকে বিরত থাকো। যেমন, মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অথবা অনুপস্থিত ও অক্ষম লোকের নিকট সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এছাড়াও এ ধরনের আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ বলেন-

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

অর্থ : "দুআ হলো ইবাদত" (তিরমিযী-৩৩৭২)

সুতরাং আল্লাহর মাখলুকের নিকট দুআ করার অর্থ হলো, মাখলুকের ইবাদত করা, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ.

অর্থাৎ "যারা ঈমান আনায়ন করেছে অথচ তারা তাদের ঈমানের সাথে যুলুমকে একত্র করেনি।"(সূরা আন-আম : আয়াত-৮২)

এ আয়াত নাযিল করেন, তখন বিষয়টি মুসলিমদের জন্য কষ্টকর হলো, এবং তারা বলাবলি করল যে, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার ওপর জুলুম অবিচার করে না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আলোচনা শুনে বললেন-

لَيْسَ ذٰلِكَ . اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ . اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

অর্থাৎ, "তোমরা যে রকম চিন্তা করছ তা নয় এখানে আয়াতে যুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শিরক। তোমরা কি লোকমান তার ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছে তা শোননি? তিনি তার ছেলেকে বলেছিলেন-

হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক কর না, নিশ্চয় শিরক হলো বড় যুলুম।" (সহীহ বুখারী : হাদীস-৩৪২৯)

মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে কিছু উপদেশ দেন লোকমান এর উপদেশের পর, সে বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ .

www.pathagar.com

অর্থ : "আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তা আমার কাছেই।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

লোকমান তাঁর ছেলেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ও তাঁর সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেন। অত:পর মহান আল্লাহ্ তায়ালা তার মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন। কারণ, মাতা-পিতার অধিকার সন্তানের ওপর অনেক বেশি। মা তাকে গর্ভধারণ, দুধ-পান ও ছোট বেলায় লালন-পালন করতে গিয়ে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করেছেন। তারপর তার পিতাও লালন-পালনের খরচাদি, পড়া-লেখা ও ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে তাকে বড় করেছেন এবং মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তাই তারা উভয়ে সন্তানের পক্ষ হতে আনুগত্য, সদাচরণ ও খেদমত পাওয়ার অধিকার রাখেন।

মাতা-পিতা যখন সন্তানকে শিরক বা কুফরের আদেশ করেন তখন তা মানা যাবে না। তখন সন্তানের করণীয় কি হবে সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন-

وَ اِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : "আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৫)

www.pathagar.com

াল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) আয়াতের তাফসীরে বলেন, ‘যদি তারা ভয়ে তোমাকে পরিপূর্ণরূপে তাদের বাতিল দ্বীনের আনুগত্য করতে বাধ্য রে, তাহলে তুমি তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের নির্দেশ মানবে না। বে তারা যদি সঠিক দ্বীন কবুল না করে, তারপরও তুমি তাদের সাথে ানো প্রকার অশালীন আচরণ করবে না। তাদের বাতিল দ্বীন কবুল না রে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করাতে কোনো প্রকার তিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবে। ার মুমিনদের পথের অনুসারী হবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।’

কথার সমর্থনে আমি বলব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ণীও বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট ও শক্তিশালী করে, তিনি বলেন। যেমন-

لَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ . إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

র্থ : "আল্লাহর নাফরমানি করে কোনো মাখলুকের আনুগত্য চলবে না। ানুগত্য হবে একমাত্র ভালো কাজে।" (সহীহ বুখারী : হাদীস-৭২৫৭,৬৮৩০)

তীয় উপদেশ : লোকমান হাকিম তাঁর ছেলেকে অতি ক্ষুদ্র অপরাধ রতেও নিষেধ করেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দেন, হান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ ‘আলা বলেন-

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ .

র্থ : "হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষা দানার রিমাণও হয়, অত:পর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা মিনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞ।"(সূরা লোকমান : আয়াত-১৬)

য়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) বলেন, আমলনামা যতই াট হোক না কেন, এমনকি যদি তা শস্য-দানার সমপরিমাণও হয়, য়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলা তা উপস্থিত করবেন এবং মীযানে ন দেয়া হবে। যদি তা ভালো হয়, তাহলে তাকে ভালো প্রতিদান দেয়া

www.pathagar.com

হবে। আর যদি খারাপ কাজ হয়, তাহলে তাকে খারাপ প্রতিদান দে
হবে।

তৃতীয় উপদেশ : লোকমান হাকিম তাঁর ছেলেকে সালাত কায়েমে উপদেশ দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ.

অর্থ : "হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম কর" (সূরা লোকমান : আয়াভ-১৭)

তুমি সালাতকে তার ওয়াজিব ও রোকনসহ আদায় কর।

চতুর্থ উপদেশ : লোকমান তাঁর সন্তানকে ভালোকাজের আদেশ ও ম কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। পবিত্র কুরআনে তা বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অর্থাৎ "তুমি ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে মানুষ নিষেধ কর।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৭)

বিনম্র ভাষায় তাদের দাওয়াত দাও, যাদের তুমি দাওয়াত দেবে তাদে সাথে কোনো প্রকার কঠোরতা করবে না।

পঞ্চম উপদেশ : আল্লাহ বলেন وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ "যে বিপদ তোমা উপরে আসে তার ওপর তুমি ধৈর্য ধারণ কর।"

আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যারা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারা ও মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করবে তাকে অবশ্যই কষ্টের সম্মুখী হতে হবে এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হ তখন তোমার করণীয় হলো, ধৈর্যধারণ করা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তী হওয়া। রাসূল ﷺ বলেন-

مُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ . اَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ
ذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ.

অর্থ : "যে ঈমানদার মানুষের সাথে উঠা-বসা ও লেনদেন করে এবং তা যে সব কষ্ট দেয়. তার ওপর ধৈর্য ধারণ করে, সে যে মুমিন মানুষের সা

www.pathagar.com

ঠা-বসা বা লেনদেন করে না এবং কোনো কষ্ট বা পরীক্ষার সম্মুখীন হয় া তার থেকে উত্তম।" (সুনানে বায়হাকী : হাদীস-১৯৯৬১)

উক্ত কাজগুলোর ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন-

إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ.

র্থ : "নিশ্চয় এগুলো অন্যতম সংকল্পের কাজ।" অর্থাৎ, মানুষ তোমাকে য কষ্ট দেয়, তার ওপর ধৈর্য ধারণ করা অন্যতম দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ।

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৭)

ষ্ঠ উপদেশ : লোকমান তার ছেলেকে মানুষের সাথে কথোপকথনের শিষ্টাচার শিক্ষা দেন। পবিত্র কুরআনে সে বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ ায়ালা বলেন–

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ.

র্থ, "আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিও না।

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৮)

াল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, 'যখন তুমি কথা বল অথবা তোমার াথে মানুষ কথা বলে, তখন তুমি মানুষকে ঘৃণা করে অথবা তাদের ওপর হংকার করে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। তাদের সাথে াস্যোজ্জ্বল হয়ে কথা বলবে। তাদের জন্য উদার হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হবে।'

ারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

র্থ : "তোমার অপর ভাইয়ের সম্মুখে তুমি মুচকি হাসি দিলে, তাও দকা হিসেবে পরিগণিত হবে।" (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-১৯৫৬)

প্তম উপদেশ : অহংকার না করা।

াল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا.

র্থ : "অহংকার ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে জমিনে হাঁটা চলা করবে া।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৮)

কারণ, এ ধরনের কাজের কারণে আল্লাহ তোমাকে অপছন্দ করবে। (কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন-

إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"
(সূরা লোকমান : আয়াত-১৮

অর্থাৎ যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের ওপর বড়াই করে, মহা আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না।

অষ্টম উপদেশ : নমনীয় হয়ে হাঁটা চলা করা।

মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন-

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ.

অর্থ : "আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।"
(সূরা লোকমান : আয়াত-১৷

তুমি তোমার চলাচলে স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করে চলাচল কর। খু দ্রুত হাঁটবে না আবার একেবারে মন্থর গতিতেও চলবে না। মধ্যম পন্থা চলাচল করবে। তোমার চলাচলে যেন কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন না হয়।

নবম উপদেশ : নরম সুরে কথা বলা।

লোকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে নরম সুরে কথা বলতে আদেশ দেন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ.

অর্থ : "তোমার আওয়াজ নিচু কর।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৯)

আর কথা বলতে গিয়ে তুমি কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। বি প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করবে না। মহান আল্ল তা'আলা আরো বলেন-

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

অর্থ : "নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।"
(সূরা লোকমান : আয়াত-১

www.pathagar.com

আল্লামা মুজাহিদ (র.) বলেন, 'সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো, গাধার আওয়াজ। অর্থাৎ, মানুষ যখন বিকট আওয়াজে কথা বলে, তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়াজের সাদৃশ্য হয়। আর এ ধরনের বিকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়। বিকট আওয়াজকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, বিকট শব্দে আওয়াজ করে কথা বলা হারাম। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে–

ক. রাসূল ﷺ বলেন-

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ . اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهٖ.

অর্থ : "আমাদের জন্য কোনো খারাপ ও নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হতে পারে না। কোনো কিছু দান করে ফিরিয়ে নেয়া সেই কুকুরের মতো, যে কুকুর বমি করে তা আবার মুখে নিয়ে খায়।" (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-১২৯৮)

খ. রাসূল ﷺ আরও বলেন-

اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ . فَاسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهٖ ، فَاِنَّهَا رَاَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاِنَّهٗ رَاٰى شَيْطَانًا.

অর্থ : "মোরগের আওয়াজ শুনে তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ কামনা কর। কারণ, সে নিশ্চয় কোনো ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার আওয়াজ শুনে তোমরা শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ, সে অবশ্যই কোনো শয়তান দেখেছে।" (সহীহ বুখারী : হাদীস-৩৩০৩,৩১২৭)

www.pathagar.com

লোকমান এর উপদেশ থেকে কিছু শিক্ষণীয় বিষয়

১. লোকমান এর উপদেশ সম্বলিত পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে সব কাজ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হয়, পিতা তার ছেলেকে সেসব বিষয়ে উপদেশ দান করবে।

২. উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাওহীদের ওপর অটল ও অবিচল থাকতে এবং শিরক থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেবে। কারণ, শিরক হলো এমন এক যুলুম বা অন্যায়, যা মানুষের যাবতীয় আমলকে বরবাদ করে দেয়।

৩. প্রত্যেক ঈমানদারের ওপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হলো, মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায় করা। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, কোনো প্রকার খারাপ আচরণ না করা এবং তাদের উভয়ের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা।

৪. আল্লাহর নাফরমানি হয় না, এমন কোনো নির্দেশ যদি মাতা-পিতা দিয়ে থাকে, তখন সন্তানের ওপর তাদের নির্দেশের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যদি আল্লাহর নাফরমানি হয়, তবে তা পালন না করা ওয়াজিব। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

অর্থ: "আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো মাখলুকের আনুগত্য চলে না; আনুগত্য হবে শুধুমাত্র ভালো কাজে। (বুখারী : হাদীস-৭২৫৭,৬৮৩০)

৫. প্রত্যেক ঈমানদারের ওপর কর্তব্য হলো, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন-মুসলিমদের পথের অনুকরণ করা। আর অমুসলিম ও বিদআতিদের পথ পরিহার করা।

৬. প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে কোনো নেককাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না এবং কোনো খারাপকাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে ছোট মনে করা যাবে না এবং তা পরিহার করতে কোনো প্রকার অবহেলা করা চলবে না।

৭. সালাতের যাবতীয় আরকান ও ওয়াজিবসহ সালাত কায়েম করা প্রত্যেক মুমিনের ওপর ওয়াজিব; সালাতে কোনো প্রকার অবহেলা না করে, সালাতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া এবং একান্ত নিমগ্নতার সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

৮. জেনে শুনে, সামর্থ্য অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। না জেনে এ কাজ করলে অনেক সময় হিতে-বিপরীত হয়। আর মনে রাখতে হবে, এ দায়িত্ব পালনে যথাসম্ভব নমনীয়তা প্রদর্শন করবে; কঠোরতা পরিহার করবে। কেননা, রাসূল ﷺ বলেন-

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

অর্থ : "তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তখন সে তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তার মুখ দ্বারা। আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এ হলো, ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।" (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৮৬,৪৯)

৯. মনে রাখতে হবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বারণকারীকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই। ধৈর্য ধারণ করা হলো একটি মহৎ কাজ। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

১০. হাঁটা চলায় গর্ব ও অহংকার পরিহার করা। কারণ, অহংকার করা সম্পূর্ণ হারাম। যারা অহংকার ও বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।

১১. হাঁটার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে হাঁটতে হবে। খুব দ্রুত হাঁটবে না এবং একেবারে ধীর গতিতেও না।

১২. প্রয়োজনের চেয়ে অধিক উচ্চ আওয়াজে কথা বলা হতে বিরত থাকবে। কারণ, অধিক উচ্চ আওয়াজ বা চীৎকার করা হলো গাধার স্বভাব। আর দুনিয়াতে গাধার আওয়াজ হলো সর্বনিকৃষ্ট আওয়াজ।

www.pathagar.com

সন্তানকে দেয়া লোকমান -এর ৪০টি উপদেশ

সমগ্র জীবনে লোকমান হাকিম নিজের ছেলেকে ১০০টি উপদেশ দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ৪০টি উপদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৪০টির মধ্যে ৯টি উপদেশ কুরআনের সূরা-লূকমান ৩১ : ১৩-১৯ আয়াতে বর্ণিত আছে। বাকি ৩১টা উপদেশ নিচের কথাগুলোর মধ্যে আছে।

(সূত্র : তাফসীরে কামালাইন, ৫ম খণ্ড)

উপদেশগুলো খুবই স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের জীবনের প্রত্যেকটা দিক নিয়ে ভালো আচরণের মূলনীতিগুলো এতে পাওয়া যাবে।

১. আল্লাহর সান্নিধ্য অবলম্বন করবে।

২. অন্যকে উপদেশ দেয়ার আগে নিজে আমল করার চেষ্টা করবে।

৩. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করবে।

৪. নিজের মান-মর্যাদা বজায় রেখে কথা বলবে।

৫. ভালো মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে সচেষ্ট থাকবে।

৬. স্বীয় অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবে।

৭. বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা নেবে।

৮. প্রচলিত অস্ত্র, প্রযুক্তি, আর যানবাহন পরিচালনা শিখে নিবে।

৯. বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করবে।

১০. ভালো কাজে বারবার অংশ নিবে।

১১. নিজের কথা প্রমাণ করে দেবে।

১২. বন্ধুদেরকে সাধ্যমত ভালবাসবে।

১৩. শত্রু-মিত্র সবার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করবে।

১৪. মাতা-পিতাকে সর্বাধিক সম্মান করবে।

১৫. সর্বাধিক মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে।

১৬. আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যয় করবে।

১৭. প্রত্যেক কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।

১৮. বীরত্বকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

১৯. কথা বলার সময় মুখ আয়ত্বের মধ্যে রাখবে।

২০. শরীর এবং পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

২১. একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে।

২২. নিজের খাবার অন্যের দস্তরখানায় নিয়ে খাবে না।

২৩. আপনজনদের শত্রুর সাথে উঠা-বসা করবে না।

২৪. কথা বলার সময় চতুর্দিক লক্ষ্য রেখে কথা বলবে।

২৫. নিজের জন্য যা পছন্দ করবে না তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবে না।

২৬. বিচক্ষণতা এবং কৌশল অবলম্বন করে কাজ করবে।

২৭. উপযুক্ত শিক্ষিত না হয়ে অন্যকে শিখাতে যাবে না।

২৮. নীতিহীনদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করবে না।

২৯. আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবে না।

৩০. কোনো নফল যদি ফরযের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তবে সে নফল সযত্নে পরিত্যাগ করবে।

৩১. তোমার প্রতি যারা আশা রাখে তাদের নিরাশ কর না।

www.pathagar.com

লোকমান -এর উপদেশ

١٣. وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

١٦. يٰبُنَيَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ
فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ .

١٧. يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ
عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ .

١٨. وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ .

١٩. وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ .

১৩. (স্মরণ কর) যখন লোকমান স্বীয় ছেলেকে উপদেশ প্রদান স্বরূপ বললেন : হে আমার ছেলে! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না। নিশ্চই শিরক তো মহা অন্যায়।

১৬. হে আমার ছেলে! কোনো কিছু যদি সরিষার বীজের পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে পাথরের ভিতরে অথবা আসমানে কিংবা ভূ-গর্ভে, তথাপি তাও আল্লাহ উপস্থিত করবেন। নিশ্চই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

১৭. হে আমার ছেলে! সালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এ হলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

www.pathagar.com

১৮. আর তুমি অহংকারবশে মানুষ থেকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ কর না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারকারীকে ভালবাসেন না।

১৯. আর তুমি তোমার চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রাখবে। নিঃসন্দেহে স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয়। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৩-১৯)

www.pathagar.com

অধ্যায়-১

শিরক : মহা অপরাধ

মাতা-পিতার অন্যতম দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে তাদের সন্তানদেরকে সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে লালন পালন করা। তাদের উচিত সন্তানদের ভুলকে সঠিক করে দেয়া এবং তাদেরকে এমন শিক্ষা দেয়া যেন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে জীবন পরিচালনা করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এই কর্তব্যকে পিতা-মাতার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। বিশেষ করে পিতাকে নির্দিষ্ট করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে লোকমান এবং তাঁর পুত্রের উপমা দিয়েছেন।

যেমন তিনি বলেছেন–

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

অর্থ : (স্মরণ কর) যখন লোকমান স্বীয় ছেলেকে উপদেশ প্রদান স্বরূপ বললেন : হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না। নিশ্চয় শিরক তো মহা অন্যায়। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৩)

লোকমান তাঁর পুত্রের জন্য প্রথম উপদেশ যা দিয়েছিলেন তা ছিল আল্লাহর সাথে শিরক করা থেকে বিরত থাকা, যা আল্লাহর একত্ববাদের বিরোধী।

সত্যিকার অর্থে শিরক কী এবং এর রূপ কী?

খুন, রাহাজানী, ধর্ষণ, গণহত্যা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, দাস ব্যবসা এবং শিশু নির্যাতন এগুলো হলো ভয়াবহ অপরাধ, যা পৃথিবীতে নিয়মিত ঘটছে। অনেকে এসব অপরাধকে সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ অপরাধ মনে করে, যা ঘটতে পারে। কিন্তু এরপরে কিছু আছে যা ঐসব অপরাধ একত্র করলেও ওজনের সমান হবে না। আর এটাই হলো শিরক। এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপরিউক্ত অপরাধগুলো প্রকৃতই ভয়ানক; কিন্তু শিরকের তুলনায় এগুলোর গুরুত্ব খুবই কম।

যখন কোনো ব্যক্তি খুন, ধর্ষণ, অথবা চুরি করে, এ অবিচার সরাসরি অন্য মানুষের সাথে হয়ে থাকে। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি শিরক করে তার এ অবিচার সরাসরি পৃথিবী এবং জান্নাতের মালিক আল্লাহর সাথে করা হয়।

www.pathagar.com

যখন কোনো ব্যক্তি খুন হয় তখন আদালতে এই হত্যার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু একটি জিনিস যা খুনিকে মানতে বাধ্য হতে হয় তা হলো যাকে খুন করছে তাকে প্রদান করে খাবার, বাসস্থান, বস্ত্র এবং অন্য সব কিছু যা মানুষের জীবনে প্রয়োজন।

কিন্তু কোনো ব্যক্তি যখন শিরক করে, হোক তা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়; যা সরাসরি অবিচার ঐ সত্তার জন্য যিনি তাদেরকে সব প্রয়োজনীয় জিনিসসহ অনেক কিছু দান করেছেন। যিনি পৃথিবীর মালিক। তবে যিনি আমাদের চাহিদা এবং প্রয়োজন পূর্ণ করেন তাঁর সাথে এই ধরনের অপরাধ করা কি আমাদের উচিত? আর এই কারণেই শিরক হলো অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত রূপ যা মানুষ করে থাকে। আর শিরকের কারণে মানুষকে জাহান্নামের আগুনে জলতে হবে।

শিরক কী?

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো শিরক এর অর্থ জানা এবং আরও জানা এর ভয়াবহতার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে, যাতে আমাদের তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস এবং ইসলাম পরিপূর্ণ হতে পারে আর আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হতে পারে।

শরীয়তের পরিভাষায় শিরক হলো আল্লাহ তায়ালার সাথে বা তাঁর গুণবাচক নামের সাথে অন্য কিছুকে সমকক্ষ মনে করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : যিনি তোমাদের জন্যে জমিনকে বিছানা ও আকাশকে ছাদস্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তার দ্বারা তোমাদের জন্যে উপজীবিকা স্বরূপ ফলসমূহ উৎপাদন করেন। অতএব তোমরা জেনে শুনে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২২)

উক্ত আয়াতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর তার সাথে কাউকে শরীক করা মানে তাঁর সমকক্ষ মনে করা। যা জঘন্য অপরাধ বা সবচেয়ে বড় পাপ। তওবা ছাড়া যা ক্ষমা হয় না।

www.pathagar.com

অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন-

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ.

অর্থ : এবং তারা আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলো, 'ভোগ করে নাও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।' (১৪-ইবরাহীম আয়াত : ৩০)

নবী ﷺ -এর বর্ণিত হাদীস-

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডেকে তথা শিরক করে মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৪৪৯৭)

শিরকের উৎস

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো এক আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তারা যেন তাঁর (মহান আল্লাহর) ইবাদত করে। আর তিনি তাদেরকে প্রস্তুত করেছেন তাঁর নিয়ম অনুযায়ী। আর তিনি সব কিছুই প্রস্তুত করেছেন যা তাদের প্রয়োজন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ফরমান-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ. مَاۤ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

অর্থ : আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এজন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে কোনো রিযিক চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমার আহার যোগাবে। আল্লাহই তো রিযিক দানকারী এবং তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। (সূরা যারিয়াত আয়াত : ৫৬-৫৮)

সুতরাং আত্মা যদি তার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে দূরে গিয়ে আল্লাহর অমরত্বকে অস্বীকার করে, তাকে ভালবেসে তার একত্ববাদের অর্চনা না করে অন্য কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার করে তবে যাইহোক তার এ ফিতরাহ (স্বাভাবিক প্রবণতা) দূষিত হয়ে যায়। আর এটাই তাকে আল্লাহর খাঁটি ইবাদত থেকে সরিয়ে দেয়। মানুষ ও জ্বিন জাতির মধ্যে শয়তান

www.pathagar.com

কিছু মানুষকে প্ররোচিত করে, আর শয়তান তাদেরকে সুন্দরভাবে ছলচাতুরীর মাধ্যমে আকৃষ্ট করে।

সুতরাং তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার শাঁস বা শিকড়। যেখানে শিরক অদৃশ্যভাবে প্রতারণার জন্য প্রবেশ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : অতএব তুমি একনিষ্টভাবে নিজেকে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ; আল্লাহর প্রকৃতি (দান) অনুসরণ কর, যার ওপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল-সঠিক দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা রোম : আয়াত-৩০)

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা পরিষ্কারভাবে নাস্তিকদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। তারা দাবি করে যে, শিরক মানুষের স্বাভাবিক ভিত্তি। আর তাওহীদ মানুষের প্রকাশিত। উপরিউক্ত আয়াত শুধু তাদের মিথ্যাচারিতাকেই ভুল প্রমাণ করে না; বরং তা ভুল প্রমাণিত হয় পরবর্তী ব্যাখ্যা দ্বারাও।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ.

অর্থ : অতএব তুমি একনিষ্টভাবে নিজেকে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ; আল্লাহর প্রকৃতি (দান) অনুসরণ কর, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (রোম : আয়াত-৩০)

যদি আমাদের স্বভাবগত প্রবণতাই (ফিতরাহ) হয় তাওহীদ, কেন আমাদেরকে শিরক থেকে সতর্ক থাকতে হবে? কেন এটা প্রথম এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ, যা লোকমান তার পুত্রকে দিয়েছেন? এর জবাব পুনরায় পরিষ্কার হলো আমাদের শিরক সম্বন্ধে শুরুর দিকের আলোচনার দ্বারা।

প্রথম দিকে মানব জাতি তাওহীদকে মেনে এক আল্লাহর ইবাদত করছিল। অতঃপর শিরক ধীরে ধীরে তাদেরকে গ্রাস করে।

www.pathagar.com

মূল বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন-

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ.

অর্থ : মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে নবীদেরকে পাঠালেন। তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন সত্য সহকারে, যাতে করে যে বিষয়ে মানুষেরা মতভেদ করছে তার মীমাংসা করে দেয়। (সূরা বাকারা : আয়াত-২১৩)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আদম ও নূহ (আ)-এর মধ্যবর্তী ১০টি প্রজন্ম অতিক্রম করে এবং এ ১০টি প্রজন্মের মধ্যে সবাই শরীয়ত ও সত্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর তারা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে একজন রাসূল এবং সতর্ককারী পাঠান।

সুতরাং নূহ (আ)-এর সময় তাঁর লোকজনের মধ্যে শিরক দেখা দেয় এবং তারা আল্লাহর ইবাদত করার পাশাপাশি মূর্তি পূঁজার শুরু করেছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ. اَنْ لَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ.

অর্থ : আমি তো নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল) 'আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। যাতে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর; আমি তো তোমাদের জন্য এক মর্মান্তিক দিবসের শাস্তির আশংকা করি।'(হুদ : আ-২৫-২৬)

এই পরিষ্কার ব্যাখ্যার পর এটা জানা জরুরি যে, কীভাবে শিরক বিশ্বাসীদের মাঝে ছড়িয়ে গেল। পরবর্তীতে কী তারা বিশুদ্ধ তাওহীদের ওপর ছিল?

সর্বক্ষমতাময় আল্লাহ বলেন–

وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۙ وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا.

অর্থ : এবং এরা একে অপরকে বলে তোমরা কখনও তোমাদের উপাস্যগুলোকে এবং ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকেও পরিত্যাগ কর না। (সূরা নূহ : আয়াত-২৩)

www.pathagar.com

শিরকের ব্যাপারে কেন সতর্ক থাকতে হবে?

শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহ যা মহান ক্ষমতাবান ও মর্যাদাবান আল্লাহর সাথে অবাধ্যতা করা বুঝায়। আর এটা খুব বিপদজনক ও ঝাপসা একটি পিপীলিকার হাটার মতো। সুতরাং শিরকের ক্ষেত্রে মুসলমানদের উচিত নিজেদের শুদ্ধ রাখা যতক্ষণ না তারা একটি সঠিক অবস্থান পায়। তবে অনেক কারণ আছে যার জন্য লোকমান তার পুত্রকে শিরক থেকে সতর্ক করেছেন। নিচে আরও বর্ণনা দেয়া হলো–

১. মহানবী ﷺ নিজ ইচ্ছা থেকে কিছু বলেন না, যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

অর্থ : তিনি প্রবৃত্তির পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। (সূরা নাজম : আয়াত-৩)

আর শিরকের ব্যাপারে তিনি আমাদের সতর্ক করে বলেন : এ উম্মতের মাঝে শিরক দেখা যাবে। আর মূর্তি পূজাও একইভাবে মুশরিকদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রকৃতই লক্ষ্য করার মতো অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন ঃ

لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتّٰى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزّٰى.

অর্থ : (আরবদের) লাত এবং উজ্জার ইবাদত ছাড়া একটি দিন-রাতও কাটত না। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭৪৮৩,২৯০৭)

প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখেছি আল্লাহর রাসূল ﷺ যা বলেছেন তা সত্য হয়েছে। এ সময়েও কিছু মুসলমান তাদের সত্য ধর্ম থেকে বিপথগামী হয়েছে।

নিশ্চয় মুসলমানদের শয়তান সম্পর্কে জানা আবশ্যক যাতে এর থেকে সে নিজেকে নিরাপদ এবং দূরে রাখতে পারে। কারণ সে যদি এ সম্পর্কে না জানে তবে অজান্তেই সে শয়তানের কৌশলে আটকে যেতে পারে। এটা হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, "লোকজন আল্লাহর নবী ﷺ-এর নিকট ভালো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ছিল এবং আমি আল্লাহর নবী ﷺ-কে শয়তান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ছিলাম এই ভয়ে যে, আমি না এর ফাঁদে পড়ি।"

www.pathagar.com

যে কারণে শিরক বড় গুনাহ

উলুহিইয়্যাহ এর বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টিকে সাদৃশ করাই হলো শিরক। আর আল্লাহর সাথে কাউকে যুক্ত করা আবার কাউকে তার তুলনা করাই হলো আল্লাহর সাথে মহা অবিচার করা। যেমনটি আল্লাহ বলেন-

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ : নিশ্চয় শিরক সবচাইতে বড় পাপ। (৩১ লোকমান : আয়াত-১৩)

আর অবিচার হলো এমন কিছু যা সঠিক জায়গা থেকে দূরে রাখে।

সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করলে তার ইবাদত সঠিক স্থান থেকে বিচ্যুত হয়। আর সে আল্লাহ ব্যতীত এমন একজনের ইবাদত করল যার যোগ্য সে নয়। আর এটাই হলো মহা অবিচার

* আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, এটা ছাড়া (শিরক) যাকে তিনি ইচ্ছা করবেন তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করলো সে মহা অপরাধ করলো। (আন-নিসা ৪ : আয়াত-৪৮)

* আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন যে, তিনি তার জান্নাত ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম করেছেন যে শিরক করে। আর তার স্থান হবে জাহান্নামের আগুনে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

অর্থ : যারা বলে, 'আল্লাহ্ই মারইয়ামের ছেলে মসীহ', তারা কুফরী করেছে। অথচ মসীহ বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর।' কেউ আল্লাহর শিরক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

(সূরা মায়িদাহ ৫ : আয়াত-৭২)

* শিরক ভালো কর্মকে নষ্ট করে। যেমন আল্লাহ্ বলেন-

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : এটা আল্লাহর হিদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শিরক করত তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হতো। (সূরা আনআম : আয়াত-৮৮)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন-

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ : নিশ্চয় তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী হয়েছে, যদি তুমি আল্লাহর সাথে শিরক স্থির কর তবে নিঃসন্দেহে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সূরা যুমার : আয়াত-৬৫)

www.pathagar.com

*** শিরককারীর সম্পদ ও রক্ত অবৈধ ।**

যেমন আল্লাহ্ বলেন-

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

অর্থ : অত:পর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তওবা : আয়াত-৫)

যদি কোনো ব্যক্তি শিরক করে এবং জীবনে কখনও অনুতপ্ত না হয়, তাহলে তাকে আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করবেন না। তার জায়গা হবে জাহান্নামের আগুন, যেখান থেকে সে কখনও বাহির হতে পারবে না। এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্ তায়ালা এই অপরাধের জন্য তার ন্যায়বিচার থেকে পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

* যদি কোনো মুসলিম শিরক করে এবং অনুতপ্ত না হয় তবে তার জায়গাও হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে। এটা এমন একটি চিন্তা যা মুসলমানদের আত্মতৃপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করবে। আর এ কারণেই লোকমান তাঁর পুত্রকে শিরক সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। আর এই তাৎপর্যের দ্বারা মুসলমানগণ শিরকের মারাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।

শিরক আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হলো কি না, এটা বুঝতে আমাদের লক্ষ্য করা দরকার এটা কিভাবে তাওহীদের শ্রেণি বিন্যাসে যুক্ত হলো?

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রভুত্বের সাথে শিরক

শিরক দুভাবে হয়ে থাকে-

ক. **শিরক করতে সহযোগিতা করা :** মুসলমান হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ একাই এ পৃথিবীকে পরিচালনা করেন এবং টিকিয়ে রেখেছেন। যারা সহকারী যুক্ত করে শিরক করে তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা কিন্তু সৃষ্টির একটা অংশই এ পৃথিবীকে পরিচালনা করে।

একটি সাধারণ উপমা, খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে না যে, শুধু আল্লাহই মানবজাতির সামগ্রিক পরিচালনা করেন; বরং ঈসা (আ) বা যিশু এবং একটি পবিত্র শক্তিও পরিচালনা করেন। যিশু বিচারের রায় দেয় এবং পবিত্র আত্মাটি তাদের জীবন পরিচালনায় সাহায্য করে। আবার হিন্দু ধর্মের লোকেরা শিরক করে তাদের অসংখ্য দেব-দেবীর মাধ্যমে।

দুর্ভাগ্যবশত কিছু মুসলমানও শিরক করে বিভিন্ন পীর ও দরবেশের কাছে প্রার্থনা করার দ্বারা যারা বেঁচে নেই। অন্যতম অলী ছিলেন আব্দুল কাদের জিলানি (র)-যার নিকটে অনেকেই প্রার্থনা করেছিল। তাকে ডাকা হতো (আল গাউত-ই-আজম) অর্থাৎ বিশাল সাহায্যের উৎস। (নাউযুবিল্লাহ)

খ. **অস্বীকারের দ্বারা শিরক :** শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনেক দার্শনিক, আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৌন ধর্মসহ অনেক ধর্মাবলম্বীরা এটা বিশ্বাস করে। ১৮ ও ১৯ শতাব্দীর দিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে অনেক দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী দাবি করে যে, ইশ্বর হলো মানুষের ধারণার অলীক উদ্ভাবন। একজন সুপ্রিম বিধানকর্তার ভূমিকা বাতিল করে তারা দাবি করে যে, ঈশ্বর নেই। আল্লাহকে অস্বীকার করে তারা বলে যে, পৃথিবী চিরস্থায়ী এর শেষ নেই। এমনিভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা শিরক করেছে। আর আমরা জানি যে, পৃথিবীর পরিচালনার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর তায়ালার জন্যই প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

* **আল্লাহর নাম, জাত এবং সিফাতের সাথে শিরক করা। এ জাতীয় শিরক আবার দুই প্রকার-**

ক. **আল্লাহকে মানবীকরণের দ্বারা শিরক :** আল্লাহ নামের একত্ববাদ এবং তাঁর গুণসমূহ দাবি করে যে, আমরা যেন বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ সব ধরনের মানবীয় গুণ থেকে মুক্ত। যারা মানবিক গুণ বা বৈশিষ্ট দ্বারা শিরক করে তারা প্রভুর সাথে এমন কিছু বিশেষণ যুক্ত করে যা মানুষের জন্য বেশি উপযোগী একজন মহান সৃষ্টিকর্তার চেয়ে। খ্রিস্টানগণ পুনরায় শিরকের জন্য অপরাধী। আমরা বাইবেলে অসংখ্য স্থানে দেখতে পাই, প্রভুকে মানুষের গুণে বিশেষিত করা হয়েছে। পুরাতন বাইবেলে বর্ণিত আছে : প্রভু বলেছেন, পৃথিবী তৈরি করতে ছয় দিন লেগেছিল। অতঃপর সপ্তম দিনে তা সচল হয়। অন্য স্থানে প্রভু বলেছেন : তিনি তার খারাপ চিন্তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন এবং লজ্জিত হয়েছেন তার কর্মের জন্য। এই ধরনের মানবীকরণ বা মানবীয় বিশেষণ প্রকৃতপক্ষেই সর্বক্ষমতাময়ের ব্যাপারে অবিচার করার শামীল। অথচ মহান আল্লাহ আল কুরআনে স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

অর্থ : কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(সূরা শূরা : আয়াত-১১)

খ. **দেবত্ব আরোপের মাধ্যমে শিরক করা :** শিরকের এ কাঠামো হলো আল্লাহর নাম বা গুণ দ্বারা অন্য কোনো সৃষ্টিকৃত অস্তিত্বকে গুণান্বিত করা। আর এভাবেই সৃষ্টি হয় দেব-দেবীর। এ ধরনের শিরক জনপ্রিয় হয় মানুষের মাধ্যমে কিছু অজ্ঞ অনুসারী তাদেরকে প্রভুর মর্যাদা দেয়। যীশু, বৌদ্ধ, রাম, জরস্ত এবং এমন অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যাদেরকে সর্ব ক্ষমতাময় প্রভুর দেহধারক হিসেবে গন্য করা হয়।

৪. **আল্লাহর ইবাদতে অংশীদারিত্ব :** শেখ ছালেহ বিন ফাউজান আল-ফাউজান বলেন ; শিরক হলো আল্লাহর প্রভুত্বের সাথে কাউকে অংশীদার করা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কিছু সমকক্ষ ভাবা হয় অথবা বিভিন্ন ইবাদতে আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে সমতুল্য আরোপ করা হয়। যেমন : আত্মত্যাগ; শপথ গ্রহণ, ভয় ও আশা এবং ভালবাসা ।

www.pathagar.com

এ দিক বিবেচনায় শিরক দু'প্রকার

ক. বড় শিরক (শিরকে আল-আকবর)

একজন মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করে সে বড় শিরক করল। আর যে এ শিরক করল সে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং তার স্থান হবে জাহান্নামের আগুনে। কিছু মুসলমান আছে যারা খ্রিস্টানদের মতো, তারা বোকাদের মতো সরাসরি শিরক করে না। কিন্তু মূলত তা শিরক। তারা ধর্মযাজকদের 'সেইন্ট' বলে এবং তাদেরকে পবিত্র মানুষ মনে করে। অনেক খ্রিস্টানরা তাদের মৃত সেইন্টদের কাছে তাদের পাপের ক্ষমা চায়, সন্তান চায়, এ সবকিছু আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থি। মহান আল্লাহ্ বলেন-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

অর্থ : বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।' (সূরা : আনআম : ১৬২)

বড় শিরক পৃথিবীর মানুষের মাঝে অনিয়ন্ত্রিত যা আমাদের মুক্তির পথে বাঁধা স্বরূপ।

প্রধান শিরকে বিভিন্ন ইবাদতে আল্লাহর চেয়ে অন্য কিছু প্রাধান্য পায়। যেমন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্য আত্মত্যাগ করা, আল্লাহ্ বাদে অন্য কারও নামে শপথ করা। অথবা আল্লাহ্ বাদে অন্য কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। যেমন–ঐ সব ব্যক্তি যারা মূর্তি বা আউলিয়া ও দেব-দেবীর নিকট সাহায্য চায়। এ ধরনের শিরকই হলো কুফুর যা একজনকে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তি থেকে কিছু গ্রহণ করবেন না, যে বড় শিরক করবে। আর তার স্থান হবে জাহান্নামের আগুনে যখন সে মরবে। যেমনটি রাসূল ﷺ বলেন-

مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا اُدْخِلَ النَّارَ.

অর্থ : যে শিরক করে মৃত্যুবরণ করে তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করানো হবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৬৮৩)

www.pathagar.com

আর আল্লাহ্ বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا.

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে। (সূরা নিসা : আয়াত-৪৮)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন-

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

অর্থ : কেউ আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা আল-মায়িদাহ : আয়াত-৭২)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি শিরক করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার কোনো ইবাদত গ্রহণ করবেন না। তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : যদি তারা শিরক করে তাহলে অবশ্যই তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা আনআম : আয়াত-৮৮)

وَ قَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا.

অর্থ : আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা আল ফোরকান : আয়াত–২৩)

খ. ছোট শিরক (শিরকে আল-আসগর)

মাহমুদ ইবনে লুবায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ.

www.pathagar.com

অর্থ : নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করি তাহলো শিরকে আসগর তথা (ছোট শিরক)। (আহমদ : হাদীস-২৩৬৮০)

আর আল্লাহ তায়ালা ব্যাখ্যা করেছেন যে, ঐ ব্যক্তির কোনো কর্মই গ্রহণযোগ্য নয় যে বড় শিরক করেছে।

ছোট শিরকের জন্য ব্যক্তি ধর্মচ্যুত হবে না কিন্তু তাওহীদে ঘাটতি দেখা দেবে। এটাই বড় শিরকের পথ যা দু'শ্রেণিতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণি আপাত প্রতীয়মান হলো এবং এতে বিশেষ করে রয়েছে কথা ও কাজসমূহ। তবে শব্দগুলো ব্যবহার হয় শপথের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্ত্বাকে যুক্ত করে। রাসূল ﷺ বলেন-

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করে, সে যেন শিরক করল। (আবু দাউদ : ৩২৫৩,৩২৫১)

রাসূলকে প্রশ্নকারী ব্যক্তি আরো বলেন- مَاشَاءَ اللهُ وَشِئْتَ "আল্লাহর ইচ্ছা কী এবং আপনার ইচ্ছা কী?"

جَعَلْتَنِيْ لِلّٰهِ نِدًّا عَدْلًا بَلْ! مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ.

অর্থ : তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ দাড় করিয়াছ? অথচ আল্লাহ এক এবং একক। (মুসনাদে আহমদ-২৫৬১)

কর্ম হিসেবে মনেকষ্ট দেয়া, তাবিজ করা শয়তানের চোখের ভয়ে এবং এর থেকে অন্য কিছু। যদি এগুলো বিশ্বাস করা হয় যে, এগুলো মনেকষ্ট বাড়ায় এবং মুছে দেয় তবে এগুলো ছোট শিরক।

আর দ্বিতীয় স্তরের ছোট শিরক হলো অদৃশ্য শিরক। যা মূলত মানুষের ইচ্ছায় বা প্রবণতায় ঘটে থাকে। যেমন রিয়া বা লোক দেখানো এমন কিছু কর্ম যা দ্বারা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়। কিন্তু মনে মনে মানুষের প্রশংসা আশা করে। একটা উদাহরণ, কোনো ব্যক্তি নামায পড়ে অথবা দাতব্যলয় খুলে দিয়েছে যাতে মানুষ তাকে প্রশংসা করে এবং মান্য করে। আবার কোনো ব্যক্তি জিকির করে আল্লাহর, ভালো সুরের মাধ্যমে যাতে

লোকেরা শুনে তার প্রশংসা এবং মান্য করে। আর রিয়া হলো ব্যক্তির মিশ্র কর্ম যেখানে অস্বীকৃতিও থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا.

অর্থ : সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরিক না করে।'

(সূরা : আল কাহাফ, আয়াত- ১১০)

রাসূল ﷺ বলেছেন- আমি তোমাদের উপর ছোট শিরকের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করি।

তারা প্রশ্ন করেছিল; হে আল্লাহর নবী! ছোট শিরক কী? তিনি উত্তর দেন; রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত। (মুসনাদে আহমদ-২৭৩০)

اَلرِّيَاءُ. -আর রিয়া হলো ভালো কাজ করার জন্য প্রশংসা প্রত্যাশা করা, ধন-সম্পদ দেখানোর জন্য হজ্ব করা অথবা মানুষ ভালো বলবে এজন্য নামায পড়া। অথবা বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদ করা।

যেমন নবী ﷺ বলেন-

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ.

অর্থ : যারা পাহাড়সম সম্পদের লোভে আসক্ত তাদের জন্য রয়েছে অনিবার্য ধ্বংস। (বুখারী : হাদীস- ২৮৮৭)

সারমর্ম : শেখ সালেহ আল ফাউজান বলেন, ছোট শিরক ও বড় শিরকের মাঝে পার্থক্য আছে। তা নিচে দেখানো হলো-

১. বড় শিরকের জন্য ব্যক্তি ধর্মচ্যুত হয় কিন্তু ছোট শিরকে হয় না।

২. বড় শিরকের জন্য ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে কিন্তু ছোট শিরকের জন্য নয়। তবে গেলেও তা প্রথমদিকেই মাত্র অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্য।

www.pathagar.com

৩. বড় শিরক সমস্ত ভালোকে নষ্ট করে কিন্তু ছোট শিরক সব ভালোকেই নষ্ট করে না।

৪. বড় শিরক ব্যক্তির রক্ত ও সম্পদকে অবৈধ করে কিন্তু ছোট শিরক তা করে না

অপরদিকে শিরক হলো অবিচার, যেমনটি আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

অর্থ : নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে দিয়েছি কিতাব ও মাপযন্ত্র যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। (সূরা হাদীদ : আয়াত-২৫)

তাই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জানান এবং কুরআনে প্রতিষ্ঠা করেন যে, হে সমাজের মানুষেরা তোমরা সমাজে স্বচ্ছতা এবং ভালো কাজ প্রতিষ্ঠা কর এবং এটাই ন্যায়বিচার। আর সবচাইতে বড় সুন্দর এবং স্বচ্ছ হলো তাওহীদ এবং এটাই হচ্ছে ন্যায়বিচারের প্রধান ধারা এবং এ পন্থা অবলম্বনকারীদের কাছে শিরক হলো অবিচার। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ : নিশ্চয় শিরক তো মহা অন্যায়। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৩)

প্রাথমিক গুরুত্ব হলো শিরকের বিপদ সম্পর্কে জানা। আমাদের একটা বিষয় বুঝা উচিত যে, শিরক একটি অপরাধ যা আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শিরক মানুষের ইবাদতকে আল্লাহর দিক থেকে অন্যের দিকে ধাবিত করে দিচ্ছে। সুতরাং শিরক স্বাভাবিকভাবেই একটি অপরাধ।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২

পিতা-মাতার প্রতি অনুগত হওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ.

অর্থ : আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সর্ম্পকে আদেশ দিয়েছি (তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে)। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছরে তার স্তন পান ছাড়ানো হয়। সুতরাং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার মাতা-পিতার প্রতি। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

তাওহীদের উপদেশ দেয়ার পর লোকমান তাঁর সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি অনুগত হওয়ার উপদেশ দেন। আমাদের পিতা-মাতা একমাত্র উপায় যাদের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে এসেছি। আমাদের লালন-পালনে তারা অনেক কষ্ট এবং কঠিন অভিজ্ঞতা পার করেছেন। বিশেষভাবে আমাদের মা এই কষ্টের স্বীকার হয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন তাঁর একত্ববাদের ইবাদতের পাশাপাশি পিতা-মাতার যত্ন নেয়ার ব্যাপারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْ هُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

অর্থ : তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। (সূরা আল ইসরা : আয়াত-২৩)

www.pathagar.com

আল্লাহ আরো বলেন-

وَ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـًٔا وَّ بِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّ بِذِی الۡقُرۡبٰى وَ الۡيَتٰمٰى وَ الۡمَسٰكِيۡنِ وَ الۡجَارِ ذِى الۡقُرۡبٰى وَ الۡجَارِ الۡجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالۡجَنۡۢبِ وَ ابۡنِ السَّبِيۡلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنۡ كَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا ۙ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক অহঙ্কারীকে। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

এটা নিজ পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের যত্ন নেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ করে। পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন অর্থ তাদের প্রতি অনুগত হওয়া, তাদের জন্য দু'আ করা, তাদের সামনে আওয়াজ নিচু রাখা এবং তাদেরকে অপমান না করা বুঝায়। সম্মান প্রদর্শন করা তাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে তাদের সামনে এবং মৃত্যুর পরও। আর তাদের কথা শুনা ও অবাধ্য না হওয়াও সন্তানদের কর্তব্য। এর সাথে আরও কিছু যুক্ত হয়, তাদের অনুমতি ব্যতীত ভ্রমণ না করা, তাদের থেকে উঁচু স্থানে না বসা, তাদের পূর্বে না খাওয়া এবং পিতা-মাতার ওপর স্ত্রী ও সন্তানদের প্রাধান্য না দেয়া।

সম্মান করা দ্বারা আরও বুঝায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা, উপহার দেয়া, এবং ধন্যবাদ দেয়া তোমাকে লালন-পালন করার জন্য।

এটার মানে আরও বুঝায়, তাদের বিপদে তুমি যতটুকু পার আন্তরিক উপদেশ দাও এবং তাদের শান্ত করার ব্যাপারে সাহায্য কর।

এটা কোনো বিষয় নয় যে, তারা কীভাবে তোমার যত্ন নিয়েছে বরং তোমার উচিত উপরিউক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভালো আচরণ দেখানো।

ঐ সব বিষয় এড়িয়ে চল, যেগুলোর জন্য তারা মনোক্ষুণ্ন বা রাগান্বিত হতে পারে। তবে এমন কিছু না, যা আল্লাহর অবাধ্যতাকে নির্দেশ করে। কারণ আল্লাহর অধিকারের মধ্যে অন্য কারও অধিকার আসতে পারে না।

www.pathagar.com

যা ভালো তাতে অনুগত হওয়া

আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন পিতা-মাতার প্রতি অনুগত হতে। কিন্তু তারা যখন তোমাকে আল্লাহর অবাধ্য হতে নির্দেশ করে সে ক্ষেত্রেই শুধু তাদের অনুগত হওয়া যাবে না। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : আর যদি তোমার মাতা-পিতা তোমার ওপর চাপ দেয় যে, তুমি আমার সাথে এমন কিছু শরীক সাব্যস্ত কর, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ করবে। অবশেষে আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে এবং আমি তোমাদেরকে অবহিত করব যা তোমরা করতে।

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৫)

মহান আল্লাহ বলেন-

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

অর্থ : আর যখন আমি বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না। পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়দের, অনাথদের ও মিসকিনদের সঙ্গেও (সদ্ব্যবহার করবে)। আর তোমরা মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করবে আর যাকাত প্রদান করবে; অতপর তোমাদের মধ্য হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে। যেহেতু তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৫)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন-

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِی الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِی الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

অর্থ : তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক ও অহঙ্কারীকে। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

আল্লাহ্ আরো বলেন-

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

অর্থ : বলো, 'আস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই। তাহলে 'তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাকে হত্যা করবে না।' তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

(সূরা আল-আনআম : আয়াত-১৫১)

www.pathagar.com

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا.

অর্থ : রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তারা তোমার নিকট আসলে ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে। (সূরা নিসা : আয়াত–৬৪)

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ, وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করল সে আল্লাহকে অনুসরণ করল এবং যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করল সে আল্লাহকে অমান্য করল। আর যে আমীরকে অনুসরণ করল সে আমাকে অনুসরণ করল এবং যে ব্যক্তি আমীরকে অমান্য করল সে আমাকে অমান্য করল।" (বুখারী : হাদীস-২৯৫৭-২৭৯৭)

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের নিকট যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে তা তো আল্লাহরই নিকট হতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। (সূরা নাহল : আয়াত–৫৩)

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ : তিনি তার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুই, বিশেষ করে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে, এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শনাবলি। (সূরা জাছিয়া : আয়াত-১৩)

www.pathagar.com

يَابُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ : হে আমার ছেলে! কোনো কিছু যদি সরিষার বীজের পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে পাথরের ভিতরে অথবা আসমানে কিংবা ভূ-গর্ভে, তথাপি তাও আল্লাহ উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা লোকমান : আয়াত–১৬)

লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, ভুলের অথবা পাপের পরিমাণ যদি শষ্য দানার মতোও হয় তবে তাও আল্লাহ বিচার দিবসে উপস্থিত করবেন। সে বিচার দিবসে প্রত্যেকে তার কাজের জন্য হয় পুরস্কার পাবে নতুবা শাস্তি পাবে। যারা ভালো কাজ করবে তারা পুরস্কার পাবে আর যারা খারাপ কাজ করবে তারা শাস্তি পাবে।

পুনরুত্থানের দিনকে বিশ্বাস করাই হলো ঈমান বা বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসই হচ্ছে কুফুর।

আল্লাহর দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী মূসা (আ) তুর পাহাড়ের উপত্যকায় পৌঁছার পর আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহর ইবাদত করতে, অন্য কারও নয়।

যেদিন কর্মসমূহ মাপা হবে, খারাপ কর্মের বিপরীতে ভালো কর্মসমূহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى.

অর্থ : 'কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। 'সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামত বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

(সূরা ত্ব-হা : আয়াত–১৫-১৬)

www.pathagar.com

যে দিন সবার কৃতকর্ম পরিমাপ করা হবে। ভালোর বদলে খারাপ দিয়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۚ وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ.

অর্থ : কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও সেটা আমি উপস্থিত করব; হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আল-আম্বিয়া : আয়াত-৪৭)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ . وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

অর্থ : অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

(সূরা আয-যিলযালাহ : আয়াত ৭-৮)

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। (সূরা লোকমান : আয়াত- ১৬)

প্রত্যেক কৃতকর্ম তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, এমনকি যদি তা পাথরের ভিতরেও থাকে অথবা আসমান জমিনের যেখানেই লুকিয়ে থাক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশ অবশ্যই করবেন। কারণ তার অলক্ষ্যে কিছু নেই। এমনকি আসমান-জমিনের অণু পরিমাণ ধুলার ওজন সম্পর্কে জানা তার জ্ঞানের বাইরে নয়।

এমন কিছুই নেই যা তার জ্ঞানের বাইরে চাই তা যত ছোটই হোক না কেন। এমনকি অন্ধকার রাতে পিপীলিকার পায়ের আওয়াজও তার জ্ঞানের বাহিরে নয়।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩

নামায ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা কর

يَابُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

অর্থ : হে আমার ছেলে! সালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এ হলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৭)

লোকমান তার পুত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করার পর পরবর্তীতে তার পুত্রকে নামায প্রতিষ্ঠা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাওহীদের পরপরই রয়েছে নামাযের গুরুত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

অর্থ : তারাই তো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আত-তাওবা : আয়াত-১৮)

আল্লাহর রাসূল ﷺ মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ইয়ামিনবাসীদের নিকট পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার জন্য এবং নামায প্রতিষ্ঠার জন্য। ইয়ামিনে যাওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন-

اِنَّكَ تَقْدِمُ عَلٰى قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّٰهِ فَاِذَا عَرَفُوا اللّٰهَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَاذَا فَعَلُوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَاِذَا اَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ اَمْوَالِ النَّاسِ.

অর্থ : নিশ্চয় তুমি যাচ্ছ আহলে কিতাবদের নিকট, তুমি সর্বপ্রথম তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করবে। যখন তারা আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নিবে তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যখন এটা সম্পন্ন করবে তখন তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর তাদের মালের যাকাত ফরয করেছেন, এটা বণ্টন করা হবে তাদের মধ্যে যারা ফকীর তাদেরকে। যখন তারা এটা মেনে নিবে তখন তাদের থেকে এটা আদায় কর এবং লোকদের সর্বোৎকৃষ্ট মাল থেকে তুমি সাবধানতা অলম্বন করবে। (সহীহ বুখারী : ১৪৫৮,১৩৮৯)

www.pathagar.com

সৎ কর্ম করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকা

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অর্থ : সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর।

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৭)

নামায প্রতিষ্ঠা করা একটি স্বতন্ত্র দায়িত্ব-কর্তব্য। এটা একজনের পরিবর্তে অন্যজন করতে পারে না। তবে সৎকর্ম করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকা স্বতন্ত্র এবং সমষ্টিগত দায়িত্ব, যা নামাযের মতো নয়। কমপক্ষে একটি দলের এ দায়িত্ব নেয়া উচিত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা জরুরি যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম। (সূরা আল ইমরান : আয়াত- ১০৪)

একদা একটি সম্প্রদায় আপত্তি ব্যতীত দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কেউ যদি দায়িত্ব না নিত তবে এর জন্য সবাই গুনাহগার হতো।

রাসূল ﷺ-এর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْإِنْجِيْلِ ۫ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ أُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : 'যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্‌জীল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে

www.pathagar.com

তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখল হতে যা তাদের ওপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।

(সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত-১৫৭)

রাসূল ﷺ-এর বিশুদ্ধ বাণী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে এবং তিনিই একজন যার মাধ্যমে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন সৎকর্মের প্রতি এবং নিষেধ করেছেন অসৎ কর্মসমূহকে। প্রত্যেক সৎ কর্মই গ্রহণযোগ্য এবং প্রত্যেক অপরিষ্কার বিষয় অথবা ক্ষতিকারক বস্তুই অবৈধ ও গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ্ সৎকর্মের আদেশ দিয়েছেন এবং অসৎ কর্মকে নিষেধ করেছেন। আর এটাই এ জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

অর্থ : তোমরা তো হচ্ছ শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত তাহলে তাদের জন্য কতই কল্যাণ হতো। তাদের মধ্যে কতক রয়েছে ঈমানদার এবং অধিকাংশই রয়েছে ফাসিক।

(সূরা আল-ইমরান : আয়াত-১১০)

এটা প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্যই সমান।

'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ এ দায়িত্বটির ক্ষমতা থাকলে স্বতন্ত্রভাবে পালন করা উচিত।

আবূ সাঈদ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন-

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি চোখের সামনে কোনো অন্যায় দেখ তাহলে তা নিজের হাত দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা কর; যদি তা করতে অক্ষম হও, তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিহত কর এবং যদি তাও করতে অক্ষম হও, তাহলে মন দ্বারা ঘৃণা কর; এবং এটা হলো সবচাইতে দুর্বল ঈমান।"

(সহীহ মুসলিম : ১৮৬,৪৯)

www.pathagar.com

ইসলামে নিষেধকৃত কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এই হাদীসটি ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। মুসলমানগণ বিরামহীনভাবে ও ভয়হীনভাবে যদি সৎ কর্মে আদেশ ও অসৎ কর্মে নিষেধ করতে থাকত, তবে সমাজ থেকে সব ধরনের খারাপ ও পাপ দূর হয়ে যেত।

হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের শ্রেণি অনুযায়ী তারা সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে বাঁধা দিবে। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ বিভিন্নভাবে করা যায়, কখনো জবান দিয়ে, কখনো ঘৃণা করে, কখনো আবার হাত দিয়ে, যেভাবে সম্ভব। অসৎ কর্মের জন্য মন থেকে ঘৃণা করা প্রত্যেকের জন্য যে কোনো জায়গায় বাধ্যতামূলক। এমনকি যদি কেউ এ কাজটিই না করতে পারে তবে সে দুর্বল ঈমানদার।

রাসূল ﷺ বলেছেন-

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلٰى حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَإِنْ أَخَذُوْا عَلٰى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا.

অর্থ : মহান আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি ও তাঁর বিধান লংঘনকারী ব্যক্তির উদাহরণ হলো, তারা এমন একটি নৌকার ওপর আরোহণ করছে যে নৌকার ওপরের তলায় এবং নিচের তলায় কিছু লোক স্থান পেয়েছে। অত:পর নিচের তলায় যারা আছে তাদের পানির খুব প্রয়োজন হলো। তারা উপরের তলায় পানি আনতে গেল। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমরা যদি আমাদের নৌকার নিচতলায় ছিদ্র করে পানি নিই তাহলে আমাদেরকে আর ওপরের তলায় যারা আছে তাদেরকে কষ্ট দিতে হবে না। ওপরের তলায় যারা আছে তারা যদি নিচের তলার মানুষদেরকে তা ছিদ্র করা থেকে বাঁধা না দেয় তাহলে তারা সকলকে ধ্বংস করে ফেলবে। আর যদি তারা নিচের তলার মানুষদের হাত ধরে বাঁধা দেয় তাহলে তারা নিজেরাও বাঁচবে এবং সকলকেও বাঁচাবে।

(সহীহ বুখারী : ২৪৯৩,২৩৬১)

www.pathagar.com

শরীয়ত সম্পর্কে জানতে সৎ কর্মে আদেশ এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করাই জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট।

সৎ কাজে আদেশের ও অসৎ কাজে নিষেধের উপকারিতা স্বতন্ত্রভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে ভাগ হয়েছে। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ নিষেধ কম হওয়ার জন্য খারাপের বিস্তৃতি ঘটেছে।

আমরা হাদীস থেকে শিক্ষা পাই যে, নিষেধকৃত অপরাধের জন্য কষ্ট ভোগ শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা সমাজে সব লোকদেরই ফল ভোগ করতে হয়। তাই সমাজে এ সব অপরাধে যদি বাঁধা না দেয়া হয় তবে এর জন্য সবারই শাস্তি পেতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

অর্থ : তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (সূরা আনফাল : আয়াত–২৫)

আমাদের উচিত নয়, সৎ কর্মে আদেশ এবং অসৎ কর্মে নিষেধের দায়িত্ব এড়িয়ে চলা। কেননা, এর জন্য আল্লাহর লানত বর্ষিত হতে পারে, যেমন লানত বর্ষিত হয়েছিল আহলে কিতাবদের ওপর।

আল্লাহ বলেন-

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়ামের ছেলে ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল– এটা এই জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট।

(সূরা মায়িদাহ : ৭৮-৭৯)

www.pathagar.com

ধৈর্যশীল হও

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۖ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

অর্থ : এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এ হলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (সূরা লোকমান : আয়াত- ১৭)

লোকমান সৎকর্মে আদেশ ও অসৎ কর্মে নিষেধের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল ছিলেন। কেননা, এ দায়িত্ব পালন করতে অনেক কঠিন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় এবং লোকদের বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় এবং লোকদের দ্বারা অপমানিতও হতে হয়।

মূলত, ধৈর্যশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। আল্লাহর প্রিয় বান্দার জন্য এটি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহর বার্তাবাহকগণ ধৈর্যশীল ছিলেন, যার কারণে তারা সফল হয়েছেন।

আল্লাহ বলেন-

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থ : তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লাহর আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না, রাসূলগণের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে। (সূরা আল-আনআম : আয়াত-৩৪)

ধৈর্য তিনভাগে বিভক্ত

* আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ধৈর্যশীল হয়ে তার আদেশ মান্য করা।
* আল্লাহর নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকার সময় ধৈর্যশীল হওয়া।
* এবং বিপদাপদ বা অন্যান্য পরীক্ষার সময় ধৈর্যশীল হওয়া।

www.pathagar.com

তিন প্রকারের ব্যাখ্যা

'আল্লাহর আদেশ পালনে ধৈর্যশীল হওয়া ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ۖ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا.

অর্থ : তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাকো। তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকেও জান?

(সূরা মারইয়াম : আয়াত-৬৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.

অর্থ : যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, এদের জন্য শুভ পরিণাম। (সূরা আর-রাদ : আয়াত-২২)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ.

অর্থ : যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (আবু দাউদ : ৪০৯৩,৪০৯১)

www.pathagar.com

আল্লাহর নিষেধকৃত বস্তু থেকে বিরতকালে ধৈর্যশীল হওয়া

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا.

অর্থ : তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। তুমি তার আনুগত্য করও না–যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। (সূরা কাহফ : আয়াত–২৮)

পরীক্ষার সময় ধৈর্যশীল হওয়া

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ : আর নিশ্চয় আমি পরীক্ষা করব তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ ও শস্যের অভাবের কোনো একটি দ্বারা। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত–১৫৫)

যারা প্রতিকুল সময়ে ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাদের পরীক্ষার পুরস্কার প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

অর্থ : যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল, তারাই সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৭)

www.pathagar.com

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا اِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً اَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً.

অর্থ : কোনো ঈমানদার ব্যক্তি কখনো (অসুখ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট) কোনো বিপদ-আপদে আক্রান্ত হন না এমনকি কোনো কাঁটার আঘাত তাকে ব্যথা দিতে পারে না অথবা এর চাইতে বড় কোনো বিপদ কিন্তু এর বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন অথবা তাঁর পাপকে দূর করে দেন। (সহীহ মুসলিম : ৬৭২৭,২৫৭২)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ কত দয়ালু এবং ক্ষমাশীল। ইহা দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, মুসলমানগণের পাপের প্রায়শ্চিত্যের জন্য আল্লাহ তায়ালা কীভাবে তার বিপদ ও নিষ্ঠুরতা ঘুরিয়ে নেন। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যখন বিশ্বাসীগণ ধৈর্যশীল হবে। যদি ধৈর্যের পরিবর্তে অধৈর্য হয়ে বিলাপ সাধন করে তবে সে আল্লাহর নিষ্ঠুরতায় পতিত হবে। এ কারণে তাকে আরো পাপের বোঝা নিতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৩)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

অহংকার এবং ভদ্রতা

নিজেকে অহংকার ও অহমিকা থেকে মুক্ত রাখা

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.

অর্থ : আর তুমি অহংকারবশে মানুষকে অবহেলা কর না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চল না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহঙ্কারকারীকে ভালবাসেন না। আর তুমি তোমার চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রাখবে, নিঃসন্দেহে স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয়। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৮-১৯)

অহংকার ও অহমিকা হচ্ছে নিন্দিত চরিত্র যা এই পৃথিবীর মধ্যে ইবলিস ও তার দলের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যত রাখে। যাদের মধ্যে এটি থাকবে আল্লাহ তাদের অন্তরে সিল মেরে দিবেন।

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে প্রথম ইবলিস অহমিকা প্রকাশের দায়ে দোষী। তাকে আল্লাহ আদেশ দিয়েছিলেন আদম (আ)-কে সিজদা করতে, সে অহমিকা করে অবাধ্য হয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ.

অর্থ : তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কোন জিনিস তোমাকে তা থেকে বিরত রাখল যে, তুমি সিজদা করলে না?' সে বলল, 'আমি তার অপেক্ষা উত্তম; আপনি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মৃত্তিকা দ্বারা। (সূরা আরাফ : আয়াত-১২)

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ لَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ.

অর্থ : আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করি এবং তারপর ফেরেশতাদেরকে বললাম আদমকে সিজদা করতে; ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না। তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কোন জিনিস তোমাকে তা থেকে বিরত রাখল যে, তুমি সিজদা করলে না?' সে বলল, 'আমি তার অপেক্ষা উত্তম; তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কর্দমা দ্বারা সৃষ্টি করেছ। (সূরা আরাফ : আয়াত-১১-১২)

প্রথমত : অহমিকা হচ্ছে ইবলিসের চরিত্র। যে অহংকার করবে তার বুঝা উচিত যে, সে শয়তানের অনুস্মরণ করছে। কিন্তু সে ফেরেশতার বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে না, যে আল্লাহর আদেশে সিজদা করছিল।

মূলত, অহংকারের কারণেই সে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলো এবং আল্লাহর সুনজর তার থেকে সরে গিয়েছিল।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন−

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি দম্ভ করে কাপড় পরিধান করে চলে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে ফিরে তাকাবেন না। (সহীহ বুখারী : ৩৬৬৫,৩৪৬৫)

মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন-

لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ.

অর্থ : যারা অহংকার করে তা (পরিধান) করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (সহীহ বুখারী : ৫৭৮৪,৫৪৪৭)

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত : অহংকার হলো আল্লাহর গুণ যা অন্য কারো উপযুক্ত হতে পারে না। যদি কেউ এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন, শাস্তি দেবেন এবং সবকিছু তার জন্য কঠিন করে দেবেন।

আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন-

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَلْعِزُّ اِزَارِىْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ فَمَنْ يُنَازِعُنِىْ عَذَّبْتُهُ.

অর্থ : নিশ্চয় সম্মান তার লুঙ্গি এবং অহংকার তার ইজ্জত; যে তা নিয়ে টানাটানি করে আমি তাকে শাস্তি দেব। (মুসলিম-২৬২০)

যে ব্যক্তি অহংকার করে সবার ওপরে নিজেকে রাখার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে সর্বনিম্নে পৌছে দিবেন এবং শাস্তি দিবেন তার কৃতকর্মের জন্য। কেননা, সে বাস্তবের বিপরীতগামী হচ্ছিল।

আর যে ব্যক্তি লোকদের সাথে অহংকার দেখাবে, বিচার দিবসে তার স্থান হবে সর্বসাধারণের পদতলে। এটাই তার অহংকারের শাস্তি হবে। এ সম্পর্কে আমর বিন সুয়াইব তার বাবার মাধ্যমে দাদার থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْثَالَ الذَّرِّ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, فَيُسَاقُوْنَ اِلَى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُالْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ.

অর্থ : অহংকারীদেরকে কিয়ামতের দিবসে উপস্থিত করানো হবে ছোট্ট মানুষের আকৃতিতে। লাঞ্ছনা তাদেরকে সর্বত্র আচ্ছন্ন করে রাখবে। তাদেরকে জাহান্নামের গর্তের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। যেটাকে বলা হয় بُوْلَسَ। এটা হলো জাহান্নামের আগুনের ওপর। তাদেরকে জাহান্নামীদের খাবারের নির্যাস (طِيْنَةُ الْخَبَالِ) পান করানো হবে।

(সহীহ তিরমিযী : ২৪৯২)

নোট : طِيْنَةُ الْخَبَالِ এমন নরম মাটি বা খাবার যা পাগল করে দেয়।

তৃতীয়ত

অহংকারের প্রকারভেদ, যা বর্ণিত হলো-

১. যখন কেউ সত্য গ্রহণ না করে এর বিরোধিতা শুরু করে দেয়া। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়-

اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

অর্থ : অহংকার অর্থ সত্যকে দূর করে দেয়া এবং মানুষকে ছোট করে দেখা। (সহীহ মুসলিম : ২৭৫,৯১)

২. যখন ব্যক্তি তার সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের জন্য গর্ব করে, তখন সে নিজের ওপর গর্ব বা অহংকার অনুভব করে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ اِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে তার লুঙ্গি বা পায়জামা অহংকারবশত টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরতো। তাকে তলিয়ে দেয়া হলো ঐ পোশাকসহ। আর সে এভাবে তলিয়ে যেতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

(সহীহ বুখারী : ৩৪৮৫,৩২৯৭)

এভাবে যখন কেউ অহমিকা করে কথা বলে তার বন্ধুদের সাথে বা মানুষের সাথে। এটা হতে পারে যে, সে তার পূর্বপুরুষ বা সম্প্রদায়ের জন্য অহংকার করে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا.

অর্থ : এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার অপেক্ষা শক্তিশালী।' (সূরা কাহাফ : আয়াত-৩৪)

www.pathagar.com

চতুর্থ : অহংকারের প্রতিকার হলো নিজেকে অন্য মানুষের সাথে তুলনা করা বা সবার মতো নিজেকে ভাবা যে, সবাই একজন মাতা ও একজন পিতা হতে জম্মগ্রহণ করেছে ঠিক তার মতো। আর এটাই আল্লাহর ভীতি বা তাকওয়া যা উত্তম একজন সত্য বান্দার জন্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ : হে মানবসমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পার। আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

(সূরা হুজুরত : আয়াত-১৩)

আল্লাহ আরো বলেন-

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ. وَ اقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

অর্থ : আর তুমি অহংকারবশে মানুষকে অবহেলা কর না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ কর না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারকারীকে ভালবাসেন না। আর তুমি তোমার চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রাখবে। নিঃসন্দেহে স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয়। (সূরা লুকমান : আয়াত-১৮-১৯

www.pathagar.com

এ সব উপদেশ তাদের জন্য অর্থহীন, আর তারা দুভাগে বিভক্ত। যারা গর্ব করে বা অহমিকা দেখায় এবং নিজেকে বড় মনে করে তারা নিন্দিত। অপরদিকে উল্লাসিত ও উদ্যমীরাই প্রশংসিত।

অহংকারের আরেকটি প্রতিকার হলো অনুধাবন করা যে, বিচার দিবসে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ পিপীলিকার মতো সবাইকে একত্রিত করবেন। যেখানে তারা পদদলিত হবে। অহংকারীকে সবাই ঘৃণা করে যেমন ঘৃণা করেন মহান আল্লাহ তায়ালা। লোকেরা ধৈর্যশীল এবং ভদ্র লোকদের ভালবাসে এবং ঘৃণা করে তাদের যারা অধিক ঝগড়া করে মানুষের সাথে।

আরেকটি প্রতিকার হলো একথা মনে রাখা যে; সবাই একইভাবে সৃষ্টি। যা তৈরি হয়েছে অপবিত্র পানি দ্বারা। এখানে গর্বের কী বিষয় আছে?

ভদ্রতা

মক্কা বিজয়ের পর, নবী ﷺ যখন কুরাইশদের ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ভয়ে কাঁপছিল এবং তার দাঁত খট খট করছিল। কেননা, তার সাথে বিজয়ী রাসূল ﷺ যা ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাকে কী করলেন? তাকে শাস্তিও দিলেন না; কষ্টও দিলেন না; বরং বললেন-

هَوِّنْ عَلَيْكَ. فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ. إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ.

অর্থ : সহজ হও, নিশ্চয় আমি কোনো রাজা নই, আমি সাধারণ কুরাইশ নারীর সন্তান যিনি শুকনো গোশত খেতেন। (ইবনে মাজাহ : ৩৩১২)

একটি হাদীসে আছে রাসূল ﷺ বলেন-

لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

অর্থ : আমাকে কখনো এমনভাবে প্রশংসা কর না যেমনিভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-কে করে। আমি একজন সাধারণ বান্দা, তাই বল; আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (সহীহ বুখারী : ৩৪৪৫,৩২৬১)

www.pathagar.com

এটাই ছিল প্রিয় রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য। যখন লোকেরা তাকে বেশি সম্মান করত; তিনি বলতেন-

أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

অর্থ : আমি একজন গোলামের মতো খাই এবং গোলামের মতো বসি।

(মুসনাদে আবি ই'য়ালী : ৪৯২০)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন জিবরাঈল (আ) রাসূল ﷺ-এর সামনে বসে ছিলেন। অতঃপর আকাশে তাকালেন এবং দেখলেন, হঠাৎ একজন ফেরেশতা অবতরণ করছে। তখন নবী ﷺ-কে জিবরাঈল (আ) বলেন; এই ফেরেশতা সৃষ্টির পর এই প্রথম পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। অবতরণকৃত ফেরেশতা বললেন; হে মুহাম্মদ! আপনার প্রভু আমাকে প্রেরণ করেছেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে যে; আপনার কি ইচ্ছা হয় সম্রাট হতে না বান্দাই থাকতে? নবী ﷺ বলেন-

لَا بَلْ عَبْدٌ أَوْ سِوَاهُ.

অর্থ : রাসূল ﷺ ছাড়া আর কোনো বান্দা নেই"

তিনি আরো বলতেন-

أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

অর্থ : একজন গোলাম যেভাবে খায় আমি সে ভাবে খাই। একজন গোলাম যেভাবে বসে আমিও সেভাবে বসি। (মুসনাদে আবি ই'য়ালী : ৪৯২০)

ভদ্রতা কী?

ভদ্রতা হলো মানসম্মত চেতনা, যার জন্য তুমি অন্য লোকের চেয়ে ভালো বা উন্নত। এটা প্রিয় হওয়ার গুণ। এটি আরো বুঝায়, ভালো আচরণ এবং নম্রতাকে। যেখানে নেই কোনো অহংকার ও অন্যদের ওপর প্রভাবশালিতা, এটা দ্বারা ব্যক্তির কথাবার্তা বা চলাফেরায় অন্য ব্যক্তির ক্ষতি হয় না। যার জন্য সবাই তাকে পছন্দ করে। এই গুণের ফলে ব্যক্তি তার প্রভুর নৈকট্য লাভ করে।

www.pathagar.com

আবু নুমান ইবনে বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

অর্থ : নিশ্চয় জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে গোশতের একটি টুকরা আছে। যখন এটা সুস্থ হয় তখন পুরো শরীর সুস্থ হয়। আর যখন এটা অসুস্থ হয় তখন পুরো শরীর অসুস্থ হয়। জেনে রেখো সেটা হলো কলব (হৃদয়)। (সহীহ বুখারী : ৫২)

সুতরাং মন নিবেদিত হয়, চোখ, কান, মাথা এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাতে নিবেদিত হয়, এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে রুকুতে বলতেন।

خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ.

অর্থ : আমার শ্রবণ, দৃষ্টিশক্তি, মস্তিস্ক, হাড় এবং মেরুদণ্ড আপনার কাছে অবনত। (সহীহ মুসলিম : ১৮৪৮,৭৭১)

তুমি কী বিনয়ী?

তুমি নিজেকে কখনো এই প্রশ্ন করেছ? মহান আল্লাহর পরই বিনয়ী লোকদের অবস্থান। আল্লাহ এটি যুক্ত করেছেন বিশ্বাস এবং তাঁর পছন্দের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا.

অর্থ : 'রাহ্‌মান'-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম'। (সূরা : ফুরকান-৬৩)

অতঃপর আল্লাহ বলেন যে, বিনয়ীভাবে ভালো কাজসমূহ দ্রুত কর। যাতে আল্লাহ খুশি হোন :

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন–

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۚ وَ وَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۚ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ.

অর্থ : অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহিয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো, তারা আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।

(সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৯০)

অনুরূপভাবে, আল্লাহ বলেন যে, বিশ্বাসীরা বিনয়ী হয় যা উত্তম ইবাদত, যা তারা সংরক্ষণ করে রেখেছে। আল্লাহ বলেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ . اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ .

অর্থ : অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে। (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১-২)

এবং তারা হলো এমন, যাদেরকে দেয়া হয়েছে লাভজনক জ্ঞান।

মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى . عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا . وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا . وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا.

অর্থ : বলো, তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদেরকে এটার পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে। 'এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' (সূরা ইসরা : আয়াত-১০৭-১০৯)

বিশ্বাসীদের উচিত প্রত্যেক স্থানে ভদ্রতা প্রদর্শন করা। আর তাদের জন্য প্রয়োজন উপরিউক্ত আলোচনাকে অনুসরণ করা।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ-এর জন্য ভদ্রতা প্রদর্শন

আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভদ্রতা প্রদর্শন করতে হবে। এরূপই ইবাদত আল্লাহ আমাদের থেকে কামনা করেন। এর অর্থ আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক ভদ্রতা প্রদর্শন করা। মূলত মুসলমানকে ডাকা হয় আল্লাহর দাস বলে। আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ-এর সাথে ভদ্রতা প্রদর্শন দ্বারা এটা বুঝায় না যে, সম্পর্কের দিক দিয়ে একজন সবার থেকে এগিয়ে থাকবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১)

এটা ভদ্রতা নয় যে, আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ-এর সিদ্ধান্তে বিরক্ত হওয়া এবং আত্মসমর্পণের বিরোধিতা করা।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন—

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

অর্থ : কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন-নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যখন কোনো কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোনো নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।

(সূরা আহযাব : আয়াত-৩৬)

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ-এর প্রতি বিনয়ী হওয়া মানে উচ্চৈঃ স্বরে কথা না বলা, অবিশ্বাসী না হওয়া এবং তাঁর হাদীসসমূহকে অসম্মান না করা ও অস্বীকার না করা। আল্লাহ্ বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের আওয়াজ নবীর আওয়াজের চেয়ে উঁচু কর না এবং তোমরা নবীর সাথে সে রকম উঁচু আওয়াজে কথা বলবে না, যেভাবে একে অপরের সাথে বলে থাক। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে গেল অথচ তোমরা টেরও পেলে না।

(সূরা হুজুরাত : আয়াত-২)

ভদ্রতার উদাহরণ হলো, একদা রাসূল ﷺ একজন ব্যক্তিকে সোনার আংটি পরা দেখলেন। অতঃপর তা খুলে ফেলে দিতে না বলে বললেন-

يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهٖ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে একজন জাহান্নামের ইন্ধন হতে চায় এবং সে নিজের হাত দ্বারা তা কামাই করে। (সহীহ মুসলিম : ৫৫৯৩,২০৯০)

www.pathagar.com

মাতা-পিতার সাথে বিনয়ী হওয়া

মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيۡمًا. وَاخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَةِ وَقُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيۡ صَغِيۡرًا.

অর্থ : তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও, এবং বল হে আমার রব তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন পালন করেছেন।

(সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-২৩-২৪)

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নম্র ও দায়িত্ববান হতে। এর সাথে সাথে তিনি ইবাদতের কাজগুলো শুধু তাঁর জন্যই করতে আদেশ দিয়েছেন।

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِىْ اَهْلِهِ الْخَبَثَ.

অর্থ : তিন ধরনের ব্যক্তি আছে যারা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। এক. হলো যারা মাদকাসক্ত। দুই. যারা সন্তানের ব্যাপারে উদাসীন। তিন. যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মাসিকের সময় মিলন করে। (মুসনাদে আহমদ : ৫৩৭২)

নিজ মাতা-পিতার সাথে নম্র আচরণ করা আল্লাহর আদেশের এবং নম্র ব্যবহারের অংশ। এই কারণে, পিতা-মাতার সাথে নম্র আচরণ করা আমাদের একান্তই কর্তব্য।

www.pathagar.com

নিজের প্রতি বিনয়ী হওয়া

মোদ্দাকথা, ঈমানদারদের অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার ইবাদত নম্রতার সাথে পালন করতে হবে। এটা আল্লাহর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন এবং সফলতার চাবি। উপমাস্বরূপ, যখন এটি আমাদের নিত্য দিনের কর্মের মতো হবে যেমন–নামায।

আল্লাহ্ বলেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ.

অর্থ : অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১-২)

অন্যান্য ইবাদতেও নম্রতা অতি গুরুত্বপূর্ণ। যেমনঃ দোয়া, জিকির ইত্যাদি। আল্লাহ্ বলেন-

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

অর্থ : তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ : আয়াত-৫৫)

তিনি আরো বলেন-

وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ.

অর্থ : তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও স্বশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না।

(সূরা আরাফ : আয়াত-২০৫)

ঈমানদারদের অবশ্যই লেনদেনে বিনয়ী এবং লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ : হে মানবসমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কওম তথা গোত্র বানিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পার। আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।
(সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন-

وَاِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ , وَلَا يَبْغِيْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ.

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট ওয়াহী করেছেন যে, তোমাদের উচিত একে অপরের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা। যেন কেউ কারো সাথে অহংকার এবং অবিচার করতে না পারে। (মুসলিম : ৭৩৮৯,২৮৬৫)

গর্ব, অহমিকা, অহংকারিতা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তাই রাসূল ﷺ বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ اَنْتُمْ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِاَقْوَامٍ اِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ اَوْ لَيَكُوْنُنَّ اَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِيْ تَدْفَعُ بِاَنْفِهَا النَّتْنَ.

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের থেকে নিয়ে গেছেন জাহিলী যুগের নির্বুদ্ধিতা ও পিতা-মাতাকে নিয়ে গর্ব ও অহংকার। একজন মুমিন সে হয় ধার্মিক আর একজন অপরাধী সে হলো গোনাহগার। তোমরা আদম সন্তান আর আদম সৃজিত মাটি থেকে। লোকেরা তাদের গর্ব ও অহংকার ছেড়ে দেবে। কেননা, এটা হলো জাহান্নামের কয়লা। অথবা তারা হবে আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। (আবু দাউদ : ৫১১৮,৫১১৬)

নম্রতার ফলাফল

সত্য ও নম্রতার ফল থাকে মনের মধ্যে, দেহের ওপর নয়। একজন ধার্মিক ব্যক্তি বলেছেন, “সত্য বলে নম্রতার জন্য প্রার্থনা কর।” সে আবার বলেন, যতক্ষণ তুমি দেখ বাহ্যিক দেহের চেয়ে হৃদয় প্রিয় হয়। আর ওমর

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, যৌবনের দিকে তাকাও, যে তার মাথা নিচু করেছে, এটা কী? মাথা তুল যতক্ষণ না হৃদয়ে নম্রতা বেড়ে যায়। (আয-যুহদ)

কুরআনের বাণী-

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ .وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ .

অর্থ : তোমরা কি এই কথায় (কুরআনে) বিস্ময়বোধ করছ?

হাসছ অথচ কাঁদছ না? (সূরা : নাজম-৫৯-৬০)

বর্ণিত আছে যে, আহলে সুফফার অধিবাসীরা ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতেন, যতক্ষণ না তাদের চোখের পানি দ্বারা গাল ভেসে যায়, যখন রাসূল ﷺ তাদের কাঁন্না শুনতেন, তাদের সাথে তিনিও কাঁদতেন, এই কারণে তারা আবার বেশি করে কাঁদতেন। রাসূল ﷺ বলেন-

لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামের আগুনে ফেলবেন না। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-২৩১১)

প্রকৃত একজন বান্দা খারাপ কর্মের জন্য জান্নাতে গেল এবং অন্যজন ভালো কর্মের জন্য জাহান্নামে গেল। ঐ ব্যক্তি, যে পাপ কাজ করেছিল, সে বিরামহীনভাবে এটি ভাবতে থাকবে। আর পাপের জন্য লজ্জিত হবে তার প্রভুর সামনে। এই পাপ সফলতা আনে যা অনুগত থাকার চেয়ে ভালো। যা তাকে সুখের দিকে নেয়। আর যার অহংকার আছে সে আল্লাহর কাছেও গর্ব করবে, আমি এতো এতো কর্ম করেছি। তার গর্বের কারণেই সে ধ্বংস হবে।

মোদ্দাকথা

আল্লাহ নম্রতাকে, ভদ্রতাকে এমনভাবে তৈরি করেছেন, যেখানে অহংকার নেই। জান্নাত এমন জায়গা যেখানে হতাশা ও দুঃখ নেই। গর্ব ও অহংকারের জন্য জাহান্নামে কষ্ট পেতে হবে। রাসূল ﷺ বলেন-

اِحْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هٰذِهٖ يَدْخُلُنِى الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ. وَقَالَتْ هٰذِهٖ يَدْخُلُنِى الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ فَقَالَ

اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهٰذِهٖ اَنْتِ عَذَابِىْ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَرُبَّمَا قَالَ اُصِيْبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَقَالَ لِهٰذِهٖ اَنْتِ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا.

অর্থ : একদা জান্নাত ও জাহান্নাম একটা ঝগড়ায় লিপ্ত হলো- জাহান্নাম বলল, আমার মধ্যে প্রবেশ করবে অহংকারী ও আত্মভিমানী ব্যক্তিরা, আর জান্নাত বলল, আমার নিকট প্রবেশ করবে দুর্বল ও মিসকীনরা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে বললেন, হে জাহান্নাম। আমি তোমাকে দিয়ে যাকে চাই তাকে আযাব দেব। তিনি বললেন, কখনো কখনো যাকে চাই সে তোমার আযাব দ্বারা আক্রান্ত হবে। এরপর তিনি জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমত। যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তোমার দ্বারা আচ্ছাদিত করব। তোমাদের উভয়কেই আমি পূর্ণ করব। (সহীহ মুসলিম : ৭৩৫১,২৮৪৬)

আর কারা জান্নাতে থাকে?

হারিছা ইবনে ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ, اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

অর্থ : আমি কি তোমাদের জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে খবর দেব না? প্রত্যেক দুর্বল এবং পবিত্র ব্যক্তি তারা যদি আল্লাহর নামে কসম করে তাহলে এটাকে তারা যথাযথভাবে সম্পন্ন করে। আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে খবর দেব না? প্রত্যেক অহংকারী নিষ্ঠুর ও হাঙ্গামাকারী(সেখানে প্রবেশ করবে)। (বুখারী হা-৪৬৩৪)

সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞেস কর; তুমি কি বিনয়ী; তুমি কি প্রভুর জন্য বিনয়ী এবং জান্নাতের প্রত্যাশা কর?

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের গর্ব ও অহংকার থেকে মুক্ত রাখেন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত লোকমান-এর আরো কিছু উপদেশ

কুরআনে বর্ণিত লোকমান-এর উপদেশগুলো ছাড়াও সন্তানদের প্রতি লোকমান-এর আরো কতগুলো উপদেশ রয়েছে। আরবের কোনো কোনো শিক্ষিত লোকের কাছে 'সহীফা লোকমান' নামে তাঁর জ্ঞানগর্ভ উক্তির একটি সংকলন পাওয়া যেত। বর্ণিত আছে, হিজরতের তিন বছর পূর্বে মদিনার সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর দাওয়াতে প্রভাবিত হন তিনি ছিলেন সুওয়াইদ ইবনে সামেত। তিনি হজ্জ সম্পাদন করার জন্য মক্কায় যান। সেখানে নবী করীম ﷺ নিজের নিয়ম মতো বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের আবাস স্থলে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে সুওয়াইদ যখন নবী ﷺ-এর বক্তৃতা শুনেন তখন তাকে বলেন, আপনি যে ধরনের কথা বলেছেন তেমনি ধরনের একটি জিনিস আমার কাছেও আছে।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেটা কী? জবাব দেন, সেটা লোকমানের পুস্তিকা। তারপর নবী করীমের ﷺ অনুরোধে তিনি তার কিছু অংশ পাঠ করে তাকে শুনান। তিনি বলেন, এটা বড়ই চমৎকার কথা। তবে আমার কাছে এর চেয়েও বেশি চমৎকার কথা আছে। এরপর কুরআন শুনান। কুরআন শুনে সুওয়াইদ অবশ্যই স্বীকার করেন যে, নিঃসন্দেহে এটা লোকমানের পুস্তিকার চেয়ে ভালো।[৫]

তাফসীরে কামালাইন প্রণেতা বলেন, সমগ্র জীবনে লোকমান হাকিম নিজের ছেলেকে ১০০টি উপদেশ দিয়েছিলেন। যার মধ্যে ৪০টি উপদেশ খুঁজে পাওয়া যায়। ৪০টির মধ্যে ৯টা উপদেশ কুরআনের সূরা-লোকমান ৩১ : ১৩-১৯ আয়াতে বর্ণিত আছে। বাকি ৩১টা উপদেশ বিভিন্ন তাফসীরে পাওয়া যায়।[৬] উপদেশগুলো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের জীবনের প্রত্যেকটা দিক নিয়ে ভালো আচরণের মূলনীতিগুলোর প্রত্যেকটা দিক এই উপদেশগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

---

[৫] সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, পৃ; ৬৭-৬৯

[৬] তাফসীরে কামালাইন, ৫ম খণ্ড, সূরা লোকমানের তাফসীর অধ্যায়ে।

www.pathagar.com

সর্বোপরি কথা হলো- লোকমান-এর উপদেশ সংখ্যায় কতটি ছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তবে কুরআনে উল্লিখিত উপদেশগুলো ব্যতীত তাঁর আরো অসংখ্য উপদেশ ছিল; যা পূর্বে উল্লিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত। লোকমান-এর উপদেশগুলোর মধ্যে হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে যেগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কথা হলো- যদি এগুলো কুরআন-হাদীস সমর্থিত হয় তবে আমল করা যেতে পারে। নিম্নে লোকমান-এর এমন কতক উপদেশ কুরআন-হাদীসের নিরিখে আলোচনা করা হলো। যা একজন পিতা অথবা মাতা তার সন্তানকে উপদেশ হিসেবে দিতে পারেন।

১. মূর্খের ভালবাসার প্রতি আগ্রহী হয়ো না। তাহলে সে মনে করবে তুমি তার কাজকে পছন্দ করছ। বিজ্ঞ লোকের জ্ঞানকে তুচ্ছ কর না। বায়হাকীর বর্ণনা-

عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ شَيْخٌ. مِّنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ. اَنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِاِبْنِهٖ: يَا بُنَىَّ. لَا تَرْغَبْ فِىْ وُدِّ الْجَاهِلِ. فَيَرٰى اَنَّكَ تَرْضٰى عَمَلَهٗ. وَلَا تَتَهَاوَنْ بِمَقْتِ الْحَكِيْمِ فَاِنَّهٗ يَزْهَدُ فِيْكَ.

অর্থ : "আবু উসমান নামে বসরার এক উস্তাদ বর্ণনা করেন লোকমান তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন, হে বৎস! তুমি মূর্খের ভালবাসার প্রতি আগ্রহী হয়ো না; তাহলে সে মনে করবে তুমি তার কাজকে পছন্দ করছ এবং বিজ্ঞ লোকের জ্ঞানকে তুচ্ছ কর না। তাহলে সে তোমার প্রতি আগ্রহী হবে।"[৭]

২. লজ্জাশীলতা অবলম্বন করবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: اَلْحَيَاءُ لَا يَاْتِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ.

অর্থ : "ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লজ্জা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।"[৮]

[৭] বায়হাকী শুআবুল ঈমান, ৮৯৮১

[৮] বুখারী, ৫৭৬৬, মুসলিম-৩৭

www.pathagar.com

৩. স্বভাব-চরিত্র ভালো কর। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَيْسَ شَيْءٌ اَثْقَلَ فِي الْمِيْزَانِ مِنَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ.

অর্থ : "আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নেকীর পাল্লায় ভালো চরিত্র ব্যতীত আর কিছুই অতি ভারী হবে না।[৯]

এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ. مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ قَالَ: اَلتَّقْوٰى، وَحُسْنُ الْخُلُقِ» . وَسُئِلَ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالَ: "اَلْاَجْوَفَانِ: اَلْفَمُ، وَالْفَرْجُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন কারণে অধিক সংখ্যক মানুষ জান্নাতে যাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রের কারণে।"[১০]

৪. কর্কশ ভাষা পরিহার কর। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه. اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: "يَا سُرَاقَةُ، اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ" قَالَ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: "اَمَّا اَهْلُ النَّارِ، فَكُلُّ جَعْظَرِيٍّ. جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ

অর্থ : "সুরাকা ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত এবং আরো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন কারণে অধিক সংখ্যক মানুষ জাহান্নামে যাবে? তিনি বলেন- দুই ফাকা স্থান। যথা- মুখ এবং লজ্জাস্থান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, হে সুরাকা! আমি কি তোমাকে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সম্পর্কে জানাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কর্কশভাষী ও অহংকারী হবে জাহান্নামী।"[১১]

---

[৯] মুসনাদে আহমদ, ২৭৫৫৩,২৭৫৯৩

[১০] ইবনে মাজাহ, ৪২৪৬

[১১] মুসনাদে আহমদ, ১৭৫৮৫; সিলসিলা ছাহীহা হা/১৭৪১

www.pathagar.com

৫. যে তার গোপন কথা লুকিয়ে রাখে কল্যাণ তার হস্তগত থাকে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বর্ণনা-

عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِيْ يَدِهِ.

অর্থ : "ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, যে তার গোপন কথা লুকিয়ে রাখে কল্যাণ তার হস্ত গত থাকে।"[১২]

৬. আলেমদের সাথে ওঠা বসা কর। মুয়াত্তা ইমাম মালেকের বর্ণনা-

عَنْ مَالِكٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ " اَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيْمَ اَوْصَى ابْنَهُ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ، وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، فَاِنَّ اللهَ يُحْيِي الْقُلُوْبَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ، كَمَا يُحْيِي اللهُ الْاَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ.

অর্থ : ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পেরেছেন যে, লোকমান (আ.) তার সন্তানকে এই বলে উপদেশ দিতেন- 'হে বৎস! তুমি আলেমদের সাথে উঠাবসা কর এবং তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বস। কেননা, আল্লাহ হিকমতের নূর দ্বারা অন্তরসমূহকে জীবিত করেন যেমনিভাবে বৃষ্টির পানি দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবিত করেন।'[১৩]

৭. অহংকার কর না। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " يَا سُرَاقَةُ، اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ " قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: اَمَّا اَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

অর্থ : "সুরাকা ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, হে সুরাকা! আমি কি তোমাকে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সম্পর্কে জানাব, তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক কর্কষভাষী ও অহংকারী-দাম্ভিক হবে জাহান্নামী।"[১৪]

---

[১২] কানযুল উম্মাল-৮৮১৫

[১৩] মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং : ১৮২১

[১৪] মুসনাদে আহমদ, ১৭৬২১

www.pathagar.com

৮. আগেই সালাম দেয়ার চেষ্টা কর। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ.

অর্থ : "আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে প্রথমে সালাম প্রদানকারী।"[১৫]

৯. অসহায় মানুষকে খাদ্য দাও। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ «تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের মাঝে কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অসহায়কে খাদ্য খাওয়ানো।" এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়।[১৬]

১০. দু'কানে মানুষের ভালো কথা শ্রবণ কর। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَهْلُ الْجَنَّةِ، مَنْ مَلَأَ اللهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا، وَهُوَ يَسْمَعُ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতী হবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ যার দু'কান মানুষের মঙ্গল ও উত্তম কথা শোনা অবস্থায় পান।"[১৭]

১১. দুই কানে মানুষের মন্দকথা শ্রবণ কর না। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَهْلُ الْجَنَّةِ، مَنْ مَلَأَ اللهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا، وَهُوَ يَسْمَعُ. وَأَهْلُ النَّارِ، مَنْ مَلَأَ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا، وَهُوَ يَسْمَعُ.

---

[১৫] আবু দাউদ, ৫১৯৭; সিলসিলা ছাহীহা হা/৩৩৮২

[১৬] বুখারী, ১২

[১৭] ইবনে মাজাহ, ৪২২৪; সিলসিলা ছাহীহা হা/১৭৪০/১০১

www.pathagar.com

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতী হবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ যার দুকান মানুষের মঙ্গল এবং উত্তম কথা শোনা অবস্থায় পান, আর উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে, অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় জাহান্নামী হবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ যার দু'কান মানুষের অমঙ্গল শোনা অবস্থায় পান।"[১৮]

১২. মুখ ও লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণে রাখ। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ قَالَ: اَلتَّقْوٰى وَحُسْنُ الْخُلُقِ ، وَسُئِلَ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالَ: "اَلْاَجْوَفَانِ: اَلْفَمُ، وَالْفَرْجُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন কারণে অধিক সংখ্যক মানুষ জান্নাতে যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তাকওয়া এবং উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে, অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কোন কারণে অধিক সংখ্যক মানুষ জাহান্নামে যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ফাকা স্থান মুখ এবং লজ্জাস্থানের কারণে।"[১৯]

১৩. **মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ কর না।**

মহান আল্লাহ বলেন- وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

অর্থ : "তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ কর না।"[২০]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، اَنَّهٗ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَاكَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِىْ قَلْبِهٖ. لَا يُغَيِّرُهَا شَىْءٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : "আব্দুর রহমান ইবনে কাব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূল

[১৮] ইবনে মাজাহ, ৪২২৪; সিলসিলা ছাহীহা হা/১৭৪০/১০১
[১৯] ইবনে মাজাহ, ৪২৪৬; সিলসিলা ছাহীহা হা/৯৭৭
[২০] আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৮

www.pathagar.com

ﷺ থেকে শুনেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের সম্পদ ভক্ষণ করল তার অন্তরে এর ছাপ পড়ে যায়, যা কিয়ামত পর্যন্ত মিশে না।”[২১]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন-

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِيٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ. حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَاَوْجَبَ لَهُ النَّارَ.

অর্থ : “আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের সম্পদ ভক্ষণ করে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়।”[২২]

১৪. পিতামাতার সেবা কর :

পিতামাতার সেবা করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

অর্থ : আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, ‘হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন’।”[২৩]

---

[২১] মুজামুল কাবীর, ৮০৮,৮০১ সিলসিলা ছাহীহা হা/৩৩৬৪

[২২] মুজামুল কাবীর, ৭৯৭

[২৩] আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৩-২৪

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه. قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ اَوْ اُتْرُكْ.

অর্থ : "আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, পিতামাতা হলো জান্নাতের মধ্যম দরজা।" সুতরাং তোমার পিতা-মাতার রক্ষণা-বেক্ষণ করো অথবা ছেড়ে দাও।[২৪]

১৫. কারো প্রতি হিংসা কর না। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ. فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা হিংসা কর না; হিংসা তেমনিভাবে পূণ্যকে খেয়ে ফেলে যেভাবে কাষ্ঠকে আগুন খেয়ে ফেলে।"[২৫]

১৬. তিনজন এক সাথে থাকলে তৃতীয়জন ছেড়ে দু'জন চুপে চুপে কথা বল না। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. قَالَ: "اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ جَمِيْعًا. فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাক তখন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে তোমরা দুজন কথা বল না।"[২৬]

১৭. মানুষকে অপমান কর না। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اِنَّ اَرْبَى الرِّبَا شَتْمُ الْاَعْرَاضِ.

---

[২৪] ইবনে মাজাহ, ২০৮৯, ৩৬৬৩; সিলসিলা ছাহীহা হা/৯১৪/১৯১

[২৫] আবু দাউদ, ৪৯০৩

[২৬] মুসনাদে আহমদ,৮৫৯৮, ৮৬১৩; সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪০২

www.pathagar.com

অর্থ : "মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় সবচেয়ে বড় সূদ হলো মানুষকে অপমান করা।"[২৭]

১৮. মানুষকে সালাম দাও। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَاَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.

অর্থ : "আবু হুরায়য়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় অক্ষম ব্যক্তি যে দোয়াতে অক্ষমতা প্রকাশ করে আর সবচেয়ে বড় কৃপণ সে ব্যক্তি যে সালাম দেয় না।"[২৮]

১৯. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাও। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা হলো সদকা।"[২৯]

২০. কোন বৈঠকে বসলে কিবলামুখী হয়ে বস। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَاِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় প্রতিটি জিনিসের একটা মূল অংশ আছে। আর বৈঠকের মূল অংশ হচ্ছে কিবলার দিক।"[৩০]

---

[২৭] বায়হাকী ফী শুআবুল ঈমান, ৫০৯২; সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৩৩

[২৮] সিলসিলা ছাহীহা হা/৬০১

[২৯] বুখারী, ২৯৮৯; সিলসিলা ছাহীহা হা/১৫৫৮

[৩০] মুজামুল আওসাত, তাবরানী, ২৩৫৪

www.pathagar.com

২১. মানুষের মুখের ওপর প্রশংসা কর না। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস-

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَاِنَّهُ الذَّبْحُ.

অর্থ : "মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা মানুষের মুখের ওপর প্রশংসা কর না কারণ এতে তাকে যবেহ করা হয়।"[৩১]

অর্থাৎ তার মধ্যে অহংকার এসে যায়, যা তার ধ্বংসের কারণ।

২২. রাতের প্রথমাংশ পার হওয়ার পর গল্প কর না। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِيَّاكَ وَالسَّمَرَ بَعْدَ هَدْاَةِ اللَّيْلِ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ مَا يَأْتِيْ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ.

অর্থ : "জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রাতের প্রথমাংশ পার হওয়ার পর গল্প কর না। কেননা, এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা এমন কতক সৃষ্টিজীব পাঠান, যা তোমাদের জানা নেই।"[৩২]

২৩. ধৈর্যশীল হয়ে প্রশান্তির সাথে কাজ কর। কোনো সময় তাড়াহুড়া করে কোনো কাজ কর না। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اَلتَّاَنِّيْ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

অর্থ : "প্রশান্তি আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।" (সিলসিলা ছাহীহা হা/১৭৯৫, আত তারগীব-১৫৭২)।

২৪. কথা বলার পূর্বে সালাম দাও। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ. فَمَنْ بَدَاَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيْبُوْهُ.

---

[৩১] (ইবনে মাজাহ, ৩৭৪৩)

[৩২] সহীহ আল মুসতাদরাক আল হাকেম, ৭৭৬৪

www.pathagar.com

অর্থ : "নাফে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রশ্ন করার পূর্বে সালাম দাও। কেউ সালাম দেয়ার পূর্বে কথা বলা আরম্ভ করলে তার উত্তর দিও না।"[৩৩]

২৫. পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ, যেন পরিবার তা দেখতে পায়। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلِّقُو السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ اَهْلُ الْبَيْتِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ, যেন পরিবার তা দেখতে পায়।"[৩৪]

(কারণ এটাই তাদের জন্য শিষ্টাচার)।

২৬. প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিও। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়; যে নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।"[৩৫]

২৭. কাউকে দোষারোপ কর না, কাউকে অভিশাপ দিও না, কাউকে অশ্লীল কথা বল না, কারো সাথে হীন আচরণ কর না। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللِّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِىْءِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়। যে,

---

[৩৩] সিলসিলা ছাহীহা হা/৮১৬/৩৪৭

[৩৪] (সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৪৬/৩৫৩

[৩৫] আদাবুল মুরফরাদ, ১১২

www.pathagar.com

কাউকে দোষারোপ করে, কাউকে অভিশাপ করে, কাউকে অশ্লীল কথা বলে অথবা কারো সাথে খারাপ আচরণ করে।"[৩৬]

২৮. যে কাজ মানুষের সামনে করতে খারাপ মনে কর, তা গোপনেও কর না। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا كَرِهَ اللهُ مِنْكَ شَيْئًا. فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ.

অর্থ : "উসামা ইবনে সারিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কাজ তুমি মানুষের সামনে করতে খারাপ মনে কর, তা গোপনেও কর না।"[৩৭]

২৯. রোদ ও ছায়ার মাঝে বস না। কেননা, এরূপ বৈঠক শয়তানের বৈঠক। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ أَبِيْ عِيَاضٍ رضي الله عنه. عَنْ رَجُلٍ. مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُجْلَسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ. وَقَالَ: مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ.

অর্থ : "আবূ ইয়ায রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন নিশ্চয় নবী করীম ﷺ রোদ ও ছায়ার মাঝে বসতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এরূপ বৈঠক শয়তানের বৈঠক।"[৩৮]

৩০. একাকি বাড়িতে থেকো না এবং একা সফর কর না। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ. أَنْ يَبِيْتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ একাকি বাড়িতে অবস্থান করতে এবং একাকি সফর করতে নিষেধ করেছেন।"[৩৯]

---

[৩৬] আদাবুল মুফরাদ, ৩৩২
[৩৭] সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪০৩
[৩৮] মুসনাদে আহমদ, ১৫৪২১,১৫৪৫৯
[৩৯] মুসনাদে আহমদ, ৫৬৫০

www.pathagar.com

৩১. মানুষ অনুগ্রহ করলে তার শুকরিয়া আদায় কর। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ.

অর্থ : "আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া করে না; সে আল্লাহর শুকরিয়া করে না।"[৪০]

৩২. এমন কথা আজ বল না, যার কৈফিয়ত কাল দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ عِظْنِىْ وَاَوْجِزْ. فَقَالَ: ...وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا.

অর্থ : "আবূ আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল আমাকে উপদেশ দিন এবং সম্মেলন করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ... এমন কথা আজ বল না, যার কৈফিয়ত কাল দিতে হবে।"[৪১]

৩৩. অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদু'আ থেকে বেঁচে থাক। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ. وَاِنْ كَانَ كَافِرًا فَاِنَّهُ لَيْسَ دُوْنَهَا حِجَابٌ.

অর্থ : "আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদু'আ থেকে বেঁচে থাক। যদিও সে কাফের হয়। কেননা, তার (দোআর) মাঝে কোন পর্দা নেই।[৪২]

---

[৪০] মুসনাদে আহমদ, ৯৯৪৪,৯৯৪৫

[৪১] মুসনাদে আহমদ, ২৩৪৯৮,২৩৫৪৫

[৪২] মুসনাদে আহমদ, ১২৫৪৯,১২৫৭১

www.pathagar.com

৩৪. সদা সত্য কথা বল। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের উচিত সত্য কথা বলা। কেননা, সত্য পূণ্যের পথ দেখায়। আর পূন্য জান্নাতের পথ দেখায়।"[৪৩]

৩৫. কখনো মিথ্যা কথা বল না। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:..... وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপের পথ দেখায়। আর পাপ জাহান্নামের পথ দেখায়।"[৪৪]

৩৬. অন্যকে উপদেশ দেয়ার আগে নিজে আমল করার চেষ্টা কর। মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : "মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।"[৪৫]

৩৭. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করবে। কেননা, প্রত্যেককেই তার ওপর অর্পিত কাজের জন্য জিজ্ঞেস করা হবে।

---

[৪৩] মুসলিম, ২৬০৭/১০৫
[৪৪] মুসলিম, ২৬০৭/১০৫
[৪৫] সূরা সফ ৬১, আয়াত : ২-৩

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، اَنَّهُ: سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নিশ্চয় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[৪৬]

৩৮. প্রত্যেক কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। কেননা, মধ্যম পন্থাই হলো উত্তম পন্থা।

মহান আল্লাহ বলেন- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

অর্থ : "এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থি জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি।"[৪৭]

হাদীসের বাণী-

عَنْ مُطَرِّفٍ رضي الله عنه قَالَ: خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا.

অর্থ : "মুতারেফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উত্তম পন্থা হলো মধ্যম পন্থা।"[৪৮]

৩৯. শরীর এবং পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। কেননা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ.

অর্থ : "অবূ মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।"[৪৯]

৪০. একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا.

---

[৪৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৪০৯,২২৭৮

[৪৭] সূরা বাকারা ২, আয়াত নং : ১৪৩

[৪৮] সিলসিলায়ে যঈফ, সনদ মাওকুফ হা-৭০৫৬

[৪৯] মুসলিম, ২২৩/১

www.pathagar.com

অর্থ : "তোমরা আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১০৩)

একতাবদ্ধ হয়ে থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

অর্থ : "আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাআত ত্যাগ করে এক বিগত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রশি তার গর্দান থেকে খুলে ফেলল।"
(আবু দাউদ, হাদীস নং : ৪৭৫৮)

৪১. নিজের জন্য যা পছন্দ কর না তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ يَعْنِيْ مِنَ الْخَيْرِ. وَيَكْرَهُ لِاَخِيْهِ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهٖ.

অর্থ : "ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করবে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করবে। এবং তার ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস অপছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য অপছন্দ করবে।"[৫০]

৪২. বিচক্ষণতা এবং কৌশল অবলম্বন করে কাজ করবে। এমনকি দাওয়াতী কাজেও কৌশল অবলম্বন করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

অর্থ : "তোমরা আল্লাহর পথে মানুষদেরকে কৌশল অবলম্বন করে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দাও।"[৫১]

---

[৫০] বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৩২১০,৩৪৮৫

[৫১] সূরা নাহল ১৬, আয়াত নং : ১২৫

www.pathagar.com

৪৩. তোমার প্রতি যারা আশা রাখে তাদের নিরাশ কর না।

মহান আল্লাহ বলেন- لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থ : "তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।"[৫২]

৪৪. আল্লাহর সান্নিধ্য অবলম্বন করবে। আর আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের একমাত্র পথ হলো নেক আমল করা। মহান আল্লাহ বলেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا.

অর্থ : "সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চায়, সে যেন নেক আমল করে।"[৫৩]

৪৫. তোমার খাবার যেন মুত্তাকী ব্যতীত কেউ না খায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ.

অর্থ : "আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করীম ﷺ বলেন, তোমার খাবার যেন মুত্তাকী ব্যতীত কেউ না খায়।"[৫৪]

৪৬. বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ... وَلَا تَصْحَبْ اِلَّا مُؤْمِنًا.

অর্থ : "আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নিশ্চয় নবী করীম ﷺ বলেন, তুমি মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে বন্ধুত্ব করবে না।"[৫৫]

৪৭. উপযুক্ত শিক্ষিত না হয়ে অন্যকে শিখাতে যেও না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا.

---

[৫২] সূরা যুমার ৩৯, আয়াত : ৫৩
[৫৩] সূরা কাহাফ ১৮, আয়াত নং : ১১০
[৫৪] বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৮৯৩৮,৯৩৮৩
[৫৫] বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৮৯৩৮,৯৩৮৩

www.pathagar.com

অর্থ : "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পিছনে লেগে থেকো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তর এদের প্রত্যেকটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৬)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, "তুমি এমন কথা বলো না, যা তুমি জানো না।"

৪৮. পরামর্শ করবে এমন ব্যক্তির সাথে যে জানে। মহান আল্লাহ বলেন-

فَاسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : "যদি তুমি না জান তবে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর।" (সূরা নাহল : আয়াত-৪৩)

৪৯. নিশ্চয় দুনিয়া হচ্ছে অতিক্রম করার স্থান। সুতরাং তুমি এটাকে অতিক্রম করে যাও, তুমি একে আবাদ কর না। অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি মোহ করবে না। দুনিয়ার জীবনের সফল অতিক্রমই জান্নাতের সফলতা নিশ্চিত করে। বর্ণিত আছে "দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার স্বরূপ আর কাফিরের জন্য জান্নাত স্বরূপ।"

৫০. সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজের নিষেধ কর। মহান আল্লাহ বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অর্থ : "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে।"[৫৬]

◆ ◆ ◆

[৫৬] সূরা আলে ইমরান, ৩, আয়াত নং : ১১০

www.pathagar.com

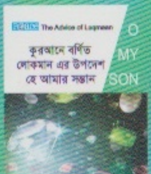

Peace Publication

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq56@yahoo.com